ঈদুল আয্হা সংখ্যা

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২২ ❖ ২৫ জুন - ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ঈদুল আয্হা ও কুরবানি

সাধু আইরেনিয়াস খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐক্যের আচার্য

ভ্রাতৃত্ব থাকুক অটুট
পশুত্ব হ্রাস হোক

শুধু বনের পশু নয়...
মনের পশু (হিংসা, রাগ
অহংকার, লিপ্সা, লোভ
উদাসীনতা, অবহেলা ইত্যাদির)
বলি হোক।

সিস্টার মেরিয়ান তেরেজা গমেজ সিএসসি
জন্ম: ২৭ নভেম্বর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জুন ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

১২তম মৃত্যুবার্ষিকী

'যেতে নাহি দিব হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।'

প্রিয় দিদি,

সময় কত দ্রুত চলে যায়। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই একটা যুগ পার হয়ে গেল। আপাত দৃষ্টিতে তোমায় দেখতে না পেলেও তুমি রয়েছ আমাদের নয়ন মণিতে। আমাদের আনন্দ উৎসবে তোমার অনুপস্থিতি আমাদের ভারাক্রান্ত করে। আমাদের পরিবারে কত নতুন মানুষ এসেছে। দিদি, স্বর্গ থেকে ওদের সবাইকে আশীর্বাদ করো, ওরা যেন তোমার জীবনাদর্শে বেড়ে ওঠে।

পরম পিতার কাছে আমাদের কাতর মিনতি, তিনি যেন তোমায় দান করেন অনন্ত শান্তি।

তোমারই স্নেহধন্য

ড. লরেন্স গমেজ, সুজান গমেজ
ও
পরিবারবর্গ

পাদ্রিকান্দা
প্রামানিক বাড়ি।

বিজ্ঞ/২০২/২৩

প্রাণপ্রিয় মা সুস্তি মেলেন্ডা গমেজ (স্বর্ণা)
জন্ম : ১৬ জানুয়ারি, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ জুলাই, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নবম মৃত্যুবার্ষিকী

বছর ঘুরে আবার ফিরে এলো সেই বেদনাবিধূর দিন ৪ জুলাই, যেদিন তুমি সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেলে স্বর্গীয় পিতার কাছে। তোমাকে আমরা ভুলবো না। ভুলতে পারবো না কোনদিন। প্রতিটি ক্ষণে প্রতিটি মুহূর্তে তুমি আমাদের সাথে মিশে আছো। তোমার সেই হাসিমাখা সরলতা ও সবকিছু আমাদের হৃদয়ে মিশে আছে। আমাদের কখনো মনে হয় না তুমি আমাদের মাঝে নেই। মনে হয় এইতো তুমি আছো আমাদের মাঝে। মনে হয় ডাকলেই তুমি দৌড়ে আসবে পাশের বাড়ি থেকে। তবে প্রার্থনা করি তুমি যেখানে থাকো, ভাল থাকো ও স্বর্গের ফুল হয়ে থাকো। আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরা সবাই তোমার ভালবাসায় থাকতে পারি।

বাবা : সুশীল গমেজ
মা : শিউলী গমেজ
বোন : সীথি গমেজ

হাসনাবাদ, (ভক্তবাড়ি)

বিজ্ঞ/২০৩/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ২২
২৫ জুন - ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১১ - ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদকীয়

ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পাক পশুত্ব নিপাত যাক

সারাবিশ্বের মুসলমান ভাইবোনদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল আযহা বা কুরবানির ঈদ। এ বছর বাংলাদেশে তা পালিত হবে ২৯ জুন। ঈদ মানেই আনন্দ। তবে ঈদুল আযহার প্রকৃত আনন্দটা হলো ত্যাগে। মহান আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহিমকে (আব্রাহাম) তার প্রিয় বস্তুকে নিবেদন করার আদেশ দেন। ইব্রাহিম বুঝতে পারলেন, তার সবচেয়ে প্রিয় অর্থাৎ পুত্র ইসমাইলকে (ইসাহাক) চাচ্ছেন ঈশ্বর। স্বাভাবিকভাবেই আমরা চিন্তা করতে পারি, হযরত ইব্রাহিম (আব্রাহাম) আপন পুত্রকে কোরবানি দিতে কতটা কষ্ট পেয়েছেন। নিজের থেকে প্রিয় সন্তানকে উৎসর্গ করা কতটা কষ্টের তা একজন পিতা বুঝতে পারেন। ইব্রাহিম আল্লাহর প্রতি এতই অনুগত ছিলেন যে, তিনি তার নিজ পুত্রকে কোরবানি দিতে প্রস্তুত হন। সন্তানকে নিয়ে এগিয়ে চলেন আল্লাহর ইচ্ছা পালন করতে। কিন্তু আল্লাহ, তাঁর প্রিয় ইব্রাহিমের বাধ্যতায় ও আত্ম-সমর্পণে প্রীত হয়ে তার পুত্রকে রক্ষা করেন এবং কুরবানির জন্য পশু যুগিয়ে দেন। এমনিভাবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইচ্ছা পালন করে ইব্রাহিম সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করেছিলেন।

প্রকৃত ত্যাগ ছাড়া প্রকৃত আনন্দ হতে পারে না। যেকোন কিছু দিতে গেলে আমাদের ত্যাগ করতে হয়। তারপরও যখন অভাবী ভাইবোনদের কিছু দিতে পারি তখন আমাদের অন্তর নির্মল আনন্দে ভরে উঠে। ঈদুল আযহা বা কুরবানির ঈদ সকলকে আহ্বান জানায় ত্যাগের মধ্যদিয়ে আনন্দ পেতে ও দিতে। কুরবানির উদ্দেশ্য হলো পবিত্রতার সাথে নিজেদের উৎসর্গ করা। তাই কুরবানির ঈদ আমাদের শিক্ষা দেয় ত্যাগের মাধ্যমে হিংসা, লোভ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজেকে সমর্পণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কুরবানির মাংস ভক্ষণ ও লোক দেখানো মাংস বিতরণের মধ্যে ঈদ উৎসব যেন সীমাবদ্ধ করে না রাখি। পশু কুরবানি ও কুরবানির সেই মাংসসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহভাগিতা একজন মানুষের মনের পশুকে বশ করে নিজেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত করে।

মহামারী করোনাভাইরাসের পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের পক্ষেই একাকী পশু কুরবানি দেওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। এখানেই সুযোগ এসেছে পরস্পরের সাথে একাত্ম হয়ে ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে ও সহভাগিতা করে কুরবানির ব্যবস্থা করা এবং স্রষ্টার আশীর্বাদ গ্রহণ করা। সময় এসেছে পরশ্রীকাতরতা, লোভ ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে উদার ও ত্যাগের মানুষ হয়ে উঠার। ঈদুল আযহার এই উৎসব প্রত্যেকজন মানুষকে, তবে বিশেষভাবে প্রত্যেক মুসলমানকে পরশ্রীকাতরতা, লোভ ও স্বার্থপরতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানায়। স্বার্থপরতা মানুষের ত্যাগের মানসিকতাকে সংকীর্ণ করে ফেলে। ত্যাগের মানসিকতা গড়ে তোলাই এ ঈদের প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই স্বার্থপরতা ও লোভের পথ পরিত্যাগ করে সহভাগিতা ও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। পিতামাতার ত্যাগ ও ঈদের আনন্দ সহভাগিতা করার মনোভাব যেন সন্তানের পাথেয় হয়ে থাকে। আগামী দিনের প্রজন্ম যেন পরিবার ও সমাজ থেকে ত্যাগ, সহযোগিতা, সহভাগিতা, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সেবার মনোভাব নিয়ে বেড়ে এবং গড়ে উঠতে পারে।

পশু কোরবানির সাথে সাথে যেন নিজ নিজ মনের পশুত্বকে যথা হিংসা, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, মন্দ বাসনা, অন্যের অনিষ্ট কামনা, ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ, গুজব রটনা, প্রাধান্য ও আমিত্ববাদ ইত্যাদিকে কুরবানি দিতে পারি। মনের পশুকে বধ করতে পারলেই শিক্ষকরা লাঞ্ছিত-নির্যাতিত বা আহত-নিহত হবে না, কোমলমতি ছাত্ররা ক্লাশরুমে হত্যার শিকার হবে না। কুরবানির মধ্যদিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করি। তবে মনে রাখতে হবে, মানুষকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব নয়। তাই মানুষের মঙ্গল করার মধ্যদিয়েই সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করি। মানুষের মঙ্গল করা থেকে যা আমাদেরকে নিবৃত্ত করে তা পশুত্বের মনোভাব। অর্থাৎ আমাদের মধ্যকার রেষারেষি, হানাহানি, মারামারি, রাগারাগি, চেচামেচি, জোর-জবরদস্তি, ক্ষমতার দাপট ইত্যাদিকে কুরবানি দিয়ে ঈদুল আযহার প্রেরণা ছড়িয়ে সকলের মাঝে।

মানুষ মাত্রই পরস্পরের ভাই-বোন। কারণ আমরা সবাই একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট। মানুষে-মানুষে সু-সম্পর্ক স্থাপন, ন্যায্যতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে গরীব-দুঃখী ও অসহায় বেদনাক্লিষ্টদের পাশে সর্বদা থাকার প্রত্যয় জাগ্রত হয়ে ওঠুক ঈদুল আযহাতে॥

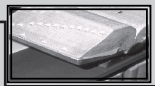

তাই যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব । - *মথি ১০: ৩২*

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

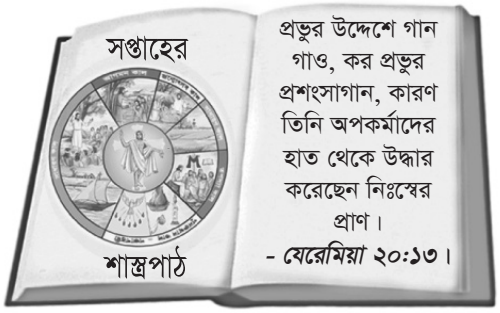

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৫ জুন - ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

২৫ জুন, রবিবার
জেরে ২০: ১০-১৩, সাম ৬৮: ৪-১০, ১৪, ১৭, ৩৩-৩৫, রোমীয় ৫: ১২-১৫, মথি ১০: ২৬-৩৩
(আগামী রবিবার পিটার পেন্স সানডে - দান সংগ্রহের ঘোষণা)

২৬ জুন, সোমবার
আদি ১২: ১-৯, সাম ৩৩: ১২-১৩, ১৮-২০, ২২, মথি ৭: ১-৫

২৭ জুন, মঙ্গলবার
আলেক্জান্দ্রিয়ার সাধু সিরিল, বিশপ ও আচার্য
আদি ১৩: ২, ৫-১৮, সাম ১৫: ১-৫, মথি ৭: ৬, ১২-১৪

২৮ জুন, বুধবার
সাধু ইরেনিউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর, *স্মরণ দিবস*
আদি ১৫: ১-১২, ১৭-১৮, সাম ১০৫: ১-৪, ৬-৯, মথি ৭: ১৫-২০
সাধু পিতর ও পল, প্রেরিতদূতগণ, *মহাপর্ব*
শিষ্য ৩: ১-১০, সাম ১৯: ১-৪, গালা ১: ১১-২০, যোহন ২১: ১৫-১৯

২৯ জুন, বৃহস্পতিবার
সাধু পিতর ও পল, প্রেরিতদূতগণ, *মহাপর্ব*
১২: ১-১১, সাম ৩৪: ১-৮, ২ তিম ৪: ৬-৮, ১৬, ১৭-১৮, মথি ১৬: ১৩-১৯
বরিশাল ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালকের পর্ব (সাধু পিতর)

৩০ জুন, শুক্রবার
পুণ্য রোমীয় মণ্ডলীর প্রথম সাক্ষ্যমরগণ
আদি ১৭: ১, ৯-১০, ১৫-২২, সাম ১২৮: ১-৬, মথি ৮: ১-৪

১ জুলাই, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে
আদি ১৮: ১-১৫, সাম লুক ১: ৪৬-৫০, ৫৩-৫৫, মথি ৮: ৫-১৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৫ জুন, রবিবার
+ ১৯৪৪ সিস্টার পেলাজি আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৪ ফাদার মাইকেল বিয়াক্কি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সিস্টার রেনাতা আন্তেজিয়ানো ওএসএল (খুলনা)
+ ২০০৪ সিস্টার ভিনসেন্সা হালদার এসসি (খুলনা)
+ ২০১১ সিস্টার মারিয়ান তেরেসা সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৯ সিস্টার ফ্রান্সিস টি রুরাম এসএসএমআই (ময়ঃ)
+ ২০২০ ফাদার ইউজিন ই হোমরিক সিএসসি (ময়ঃ)

২৬ জুন, সোমবার
+ ১৯৭৬ ফাদার যোসেফ পেরুমাত্তাম (ঢাকা)
+ ২০২০ সিস্টার পল তেরেজা গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২৭ জুন, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৬ সিস্টার মারী এমি আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯০ ফাদার জিওভান্নি বার্বে পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সিস্টার ভির্জিনিয়া রোজারিও সিআইসি (দিনাজপুর)

২৮ জুন, বুধবার
+ ১৯৫৪ সিস্টার এম. এলিজাবেথ আরএমডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৩ ব্রাদার লুইস ই গাজানিয়া সিএসসি
+ ১৯৮৮ সিস্টার মেরী প্রভিডেন্স আরএনডিএম

২৯ জুন, বৃহস্পতিবার
+ ২০১৭ সিস্টার গোলাপী টপ্পো পিমে

৩০ জুন, শুক্রবার
+ ১৯৮৯ মাদার বন পাস্তর সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০২ ফাদার ফ্রান্সিস পালমা (ঢাকা)
+ ২০১৮ সিস্টার মেরী ম্যাগডেলিন পিসিপিএ

১ জুলাই, শনিবার
+ ২০০৭ ফাদার ফিলিপ সুজিত সরকার (খুলনা)

অন্তর দিয়ে কথা বলা প্রসঙ্গে কিছু কথা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পথচলার ৮৩ বছর ১৭ সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলামে "অন্তর দিয়ে কথা বলা " লেখাটি অন্তর্নিহিত অর্থে ভরপুর। বলার অপেক্ষা রাখে না। বহু মানুষের মনের কথা সহজ এবং সাবলীল ভাষায় জনসমক্ষে প্রকাশ সম্পাদক মহোদয়ের প্রতি রইল আমার স্নেহময় ভালবাসা এবং সমবায়ী অভিনন্দন।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র পত্রিকা সাপ্তাহিক প্রতিবেশী। সম্পাদক মহোদয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দৃঢ় মনোভাব পোষণে সাহসিকতার সহিত নানাবিধ সমস্যা প্রতিরোধ কাটিয়ে পত্রিকাটি সচল রাখার জন্য সত্যিই প্রশংসার দাবিদার ।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীর গির্জায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে একজন করজোড়ে সম্মান জানিয়ে কেমন আছি জানতে চাওয়ায় বলি, ঈশ্বরের আশীর্বাদে এখনও ভাল এবং বেঁচে আছি। কথা প্রসঙ্গে বর্তমান পরিবেশ বিবেচনায় তার মনে উদিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমার শরণাপন্ন হয়েছেন বলে জানায় ।

প্রশ্ন: ১) সমাজ কিভাবে চলছে?
২) আমাদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিতে মণ্ডলীর ভূমিকা
৩) বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধান - নেতাদের ও ধর্মগুরুদের ভূমিকা ।

পরিশেষে অনুরোধ সকলের অবগতির জন্য প্রশ্নের উত্তর পত্রিকায় তুলে ধরি এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন ।

সুধী পাঠকবৃন্দ, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষুদ্র জ্ঞানের আলোকে নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরলাম । অনুরোধ একটু মনোযোগসহ পাঠ ও চর্চা এবং আলোচনায় ভুল-ত্রুটি সংশোধনে বেড়িয়ে আসা তথ্যাদি বাস্তবায়িত হলে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক হবে বিশ্বাস করি। ধন্যবাদ।

১) আমরা বাংলাদেশী সুতরাং বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি রক্ষার্থে সমাজের রীতিনীতি অনুসরণে জীবনযাপন করা শ্রেয় মনে করি।

ইদানিং লক্ষণীয়: নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত সমাজ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে নিত্য নতুন অভিনব কায়দা অনুসরণে ব্যস্ত থাকায় সমাজ শব্দটি মনের অভিধান থেকে ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, ফলে ব্রতধারী, পুরোহিত, সিস্টার ও স্কুল শিক্ষক এবং গুরুজনদের প্রতি সম্মান না জানিয়ে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে চলা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যা খুবই দুঃখজনক এবং অনুচিত মনে করছি ।

২) আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধিতে মণ্ডলীর ভূমিকা পালন ও রক্ষার্থে কষ্টকর হলেও বাক্যটির বিকল্প নেই।

প্রস্তাব : প্রতিটি ধর্মপল্লীর পালপুরোহিতের তত্ত্বাবধানে ব্রাদার, সিস্টার, স্কুল শিক্ষক এবং ক্যাটেখ্রিস্টদের সহযোগিতায় তৃণমূল পর্যায় (উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের) থেকে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা এবং মণ্ডলীর ছয় আজ্ঞা নিয়মিত শিক্ষাদান, চর্চা এবং অলোচনায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে অদূর ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনবে। মণ্ডলীর কার্যক্রমের পাশাপাশি খ্রিস্টীয় পরিবারেরও সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

৩) ধর্মগুরু সর্বদা পালকীয় কাজে ব্যস্ত থাকায় সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কাজ দেখাশুনা করার জন্য একজন "কো-অর্ডিনেটর" থাকা খুবই প্রয়োজন মনে করি। দায়িত্ব প্রাপ্ত কো-অর্ডিনেটর সমাজের নানবিধ সমস্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ সংগৃহীত তথ্যাদি, বিষয়বস্তু রিপোর্ট আকারে ধর্মগুরুর সমীপে পেশ করিবে। ধর্মগুরু এবং সমাজ নেতৃবৃন্দ একত্রে বসে (প্রয়োজনে মুক্ত আলোচনায়) পেশকৃত রিপোর্ট সংযোজন /বিয়োজনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেই সমাজের সার্বিক সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে।

পিটার পল গমেজ
মণিপুরীপাড়া, ঢাকা

ফাদার কুঞ্জন মেবার্ট কুইয়া

সাধারণকালের ১২শ রবিবার

১ম পাঠ : জেরে ২০: ১০-১৩ ১৪, ১৭, ৩৩-৩৫

২য় পাঠ : রোমীয় ৫: ১২-১৫

মঙ্গলসমাচার : মথি ১০: ২৬-৩৩

প্রথম শাস্ত্র পাঠে প্রবক্তা জেরেমিয়া তার জীবনের বাস্তবতা প্রকাশ করেন। একজন প্রবক্তা সত্যের সাধক– ঈশ্বরের মুখপাত্র। ঈশ্বরের মনোনীত জন হিসাবে কাজ করতে গিয়ে, তিনি অভিজ্ঞতা করেন তার বিরোধী/বিরুদ্ধ শক্তিকে। কারা এই বিরুদ্ধ শক্তি? এরা তো দূরের কেউ নয়– অতি কাছের, যারা তার বন্ধু ছিলো। প্রবক্তা জেরেমিয়া, তিনি নিজে ভয় পান না কারণ ঈশ্বরে তার অগাধ বিশ্বাস/ভরসা আছে। যে ঈশ্বর দরিদ্র ও অসহায়ের প্রতি এতো সদয়, তিনি তো সর্বদা তার সাথেই আছেন।

প্রবক্তার জীবনটা যেন খ্রিস্টের জীবনের মতো। খ্রিস্টের বন্ধু জনেরা তার বিরোধিতা করেছে, নির্যাতন করেছে এবং তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠে আদমের কথা বলা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে জগতে পাপ প্রবেশ করেছে। আবার খ্রিস্টের রক্তমূল্যে জগতে পরিত্রাণ এসেছে। খ্রিস্টের জীবনের মধ্যদিয়ে জগতে ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হয়েছে। ফলে মানুষ মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

মঙ্গলসমাচারে যিশুর আহ্বান ঈশ্বর বিরোধী কাউকে যেন শিষ্যেরা ভয় না করে। শিষ্যেরা যেন সত্যকে নিয়ে বাঁচে। কারণ সত্য মানুষকে মুক্ত করে। সত্যকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না।

তাই সত্য ঈশ্বরের বাণী প্রচার করাটা যিশুর শিষ্য-শিষ্যাদের অবশ্যই পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বর্তমান পৃথিবীতে কাথলিকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এত খ্রিস্টভক্তের মধ্যে কতজন খ্রিস্টের প্রকৃত সাক্ষী, কতজন খ্রিস্টকে প্রতিনিয়ত প্রচার করে তাদের মুখের কথায় ও তাদের কার্যাবলীতে? রবি ঠাকুর বলেছেন, "অন্ধকার ঘরে একটা মাটির প্রদীপ অনেক বেশী করে আলো দেয়।" তাই যে বাস্তবতায় আমরা আছি সেখানে আমার উপস্থিতি কোন অংশে কম নয়। যদি প্রভুর বাণীর আলো আমার জীবনে জ্বালি, তা হলে অনেকে তার আলো দেখতে পাবে। অনেকের জীবনের অন্ধকার দূরীভূত হবে আর এভাবে খ্রিস্ট প্রচারিত হবে।

ছোট্ট একটা মোমবাতি দিয়ে হাজারো বাতি জ্বালানো যায়। তাই আমার জীবনের বাতি দিয়ে আমি অনেক নিভে যাওয়া বাতিগুলো জ্বালাতে পারি।

খ্রিস্টের প্রচার জীবনের শুরুতে ইহুদী সমাজ বাস্তবতায় যিশু যে কথাগুলো বলেছেন, যে শিক্ষা তিনি দিয়েছেন, সে শিক্ষা আস্তে আস্তে ইস্রায়েলের সকল সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। পুনরুত্থিত যিশু তাঁর শিষ্যদের বন্ধ ঘরে দেখা দিয়েছিলেন– সে কথা আজ সমগ্র মানবজাতি/জগৎবাসী জানে। শিষ্যেরা যদি বন্ধ ঘরে যিশুর দেওয়া সেই বাণী নিজেরা প্রচার না করতেন তাহলে সারা জগৎ তা জানতে পারতো না।

খ্রিস্টের মঙ্গলবাণী বদলে দিয়েছে পৌত্তলিকতা বাদীদের মনোভাব। মূর্তিপূজা বন্ধ করে তারা খ্রিস্টের পতাকাতলে এসে নিজেরা খ্রিস্টের বাণী প্রচারক হয়েছেন। পাপ ও কুসংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত করে খ্রিস্টাদর্শে জীবনযাপনের পথে তাদেরকে চালিত করেছে।

বাণী প্রচার প্রেরিত শিষ্যদের সাহায্য করেছে শত বিরোধিতার পথেও খ্রিস্টের সাক্ষী হতে। তারা কারাগার, সিংহের থাবা ও মৃত্যুকে ভয় পাননি। খ্রিস্ট বিরোধীদের সামনে সত্য প্রচার করতে তারা ভয় পাননি। বরং নির্যাতনের মুখেও তারা সাহসের সাথে, হাসি মুখে নির্যাতনকে মেনে নিয়ে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করেছেন।

শিষ্যদের নির্যাতনের বাস্তবতায় আনন্দিত বাণী প্রচার দেখে নির্যাতনকারীও খ্রিস্টকে গ্রহণ করে বাণী প্রচারক হয়েছেন– যা আমরা সাধু পৌলের জীবনে দেখতে পাই।

আমরা ৪০০ বছরের পুরাতন খ্রিস্টান – কত মিশনারীগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের দেশে এসে বাণী প্রচার করেছেন। অনেকে প্রচার করতে এসে প্রতিকূল বাস্তবতায় মারাও গেছেন। তবুও প্রচার কাজ থেমে থাকেনি। তাই আমাদেরও প্রভুর বাণী প্রচারের জন্য ত্যাগের পথে চলতে হয়।

যিশু বলেছেন, "মানুষের সামনে যে কেউ স্বীকার করবে যে, সে আমারই একজন, আমিও তাকে স্বর্গে বিরাজমান আমার পিতার সামনে আমারই একজন বলে স্বীকার করব।"

তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, খ্রিস্টকে প্রকাশ্যে স্বীকার করা বা প্রচার করা আমাদের প্রতিদিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বর্তমান সময়ে স্বার্থের কারণে অনেকে নিজের পরিচয় লুকায়, ভয়ে চুপসে যায়। তাই আমাদেরও মনে রাখতে হবে প্রবক্তা ও শিষ্যদের কথা এবং সমাজে তাদের ভূমিকার কথা। তারা খ্রিস্টকে মহিমান্বিত করার জন্য মৃত্যুকে পর্যন্ত বেছে নিয়েছেন। তাই আমরাও যেন নির্যাতন ও কষ্টের মধ্যেও খ্রিস্টের প্রচার করি। খ্রিস্টকে প্রচার করা আমাদের দীক্ষাস্নানের দায়িত্ব ও কর্তব্য॥

ভেন্ডর তালিকাভুক্তকরণের বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা-এর **মুদ্রণ ও প্রকাশনা মালামাল, কম্পিউটার এন্ড কম্পিউটার এক্সেসরিস এবং খাবার সরবরাহকারী"** হিসাবে ভেন্ডর তালিকাভুক্ত হতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানকে আগামী ০৫/০৭/২০২৩ এর মধ্যে প্রধান কার্যালয় হতে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তা জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
১৭৩/১/এ পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও,
ঢাকা-১২১৫।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন

https://www.cccul.com/wp-content/uploads/2023/05/Notice-2023-06-19.pdf
https://www.cccul.com/wp-content/uploads/2023/05/Notice-2023-06-19.jpg

বিজ্ঞ/২০১/২৩

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে মুসলমান ভাইবোনদের প্রতি বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের শুভেচ্ছা-বাণী

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

প্রতি বছরই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে বলিদান নিবেদন ক'রে তাঁর তৌফিক অর্জনের ভাবনা নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয় পবিত্র ঈদুল আযহা। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মেও ঈশ্বরের জনগণের দ্বারা সদাপ্রভুর কাছে ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টির উত্তমটি নিবেদন করার রীতি আমরা দেখি। পুরাতন নিয়মে আরো দেখি ঈশ্বরের কাছে আব্রাহাম তাঁর নিজের পুত্রকেও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এই আব্রাহাম (হযরত ইব্রাহিমের) যে নিজের পুত্রকে ঈশ্বরের কাছে বলিদান করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তার আলোকেই আপনারা পবিত্র ঈদুল আযহার দিনে ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন হয়ে তাঁরই বান্দা হিসাবে আপনারা পশু বলিদান করে থাকেন। আর এরই নাম কুরবান। কুরবানীর মাংস দরিদ্র-মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করাও ঈদুল আযহার আরো একটি অর্থপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের কাছে এই যে বলিদান তথা ত্যাগ, তা অত্যন্ত ফলদায়ক। সুন্দর মন নিয়ে আপন আপন সাধ্য অনুসারে যা-ই বলিদান বা কুরবান করা হোক না কেন, ঈশ্বর সেই ভক্তের বলিদান গ্রহণ ক'রে তার, তার পরিবারের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেনই।

আসুন আমরা এই ঈদুল আযহ'র সময়টিতে কুরবান বা বলিদান সম্পর্কে সচেতন হই এই ভেবে যে, শুধু পশু বলিদানের মধ্য দিয়েই নয়, দরিদ্রদের, পাড়া প্রতিবেশীদের অর্থায়ন দ্বারা, সম্পদ দ্বারা, নিজেরা ত্যাগ করে তাদের কল্যাণে কুরবানী দিতে পারি এবং তা আল্লাহতালা উপর থেকে দেখতে পান। এমন কুরবানী তো আমরা সারা বছরই বাস্তবায়ন করতে পারি।

উপরন্তু, বলিকৃত পশুর মাংস বা রক্ত তো কিছুই ঈশ্বরের কাছে সরাসরি পৌঁছোয় না; তবে তিনি দেখেন মানুষের মন-অন্তর, মানুষের আচার আচরণ ব্যবহার ইত্যাদি। ঈশ্বর চান মানুষ যেন তার চরিত্রের মধ্যে পশুসম যে হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলি, ঝগড়া-বিবাদ, বিভিন্ন বৈষম্য রয়েছে তা যেন সে বলিদান করতে পারে এবং সুন্দর মানব-ভ্রাতৃত্ব নিয়ে সমাজে বসবাস করতে পারে। বর্তমানে এমন ধরণের চরিত্রের মন্দতাগুলোর বলিদান ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবারই। এমনটি হলেই ঈদুল আযহা হয়ে উঠবে চলমান একটি আত্ম বলিদান, আত্ম শুদ্ধি। এমন অর্থেই ঈদুল আযহা শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা হয়ে উঠে সার্বজনীন।

সুপ্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, এবারের ঈদুল আযহা মহোৎসবে মহান সৃষ্টিকর্তা আপনাদের উপব বর্ষণ করুন তাঁর শত অনুগ্রহ, আশীর্বাদ, তৌফিক; আপনারা লাভ করুন মহান আল্লাহতালার রহমত।

আপনাদের সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদুল আযাহ'র আন্তরিক শুভেচ্ছা: "ঈদ মোবারক"॥

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি
সভাপতি

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ
সেক্রেটারী

খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

কুরবানি ত্যাগের ইবাদত

এরশাদ আল মামুন

পবিত্র ইসলাম ধর্মে ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। যথা- আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল-এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত আদায় করা, যাকাত আদায় করা, হজ সম্পাদন করা এবং পবিত্র রমজানের সিয়াম বা রোজা পালন করা। এই পাঁচটি স্তম্ভের বাইরেও পবিত্র কুরবানির ঈদ ও কুরবানি দেওয়া ইসলামের অন্যতম একটি ইবাদত।

আল্লাহর রাসুল আমাদের নবি হযরত মোহাম্মদ (স:) প্রতিবার হিজরতের শেষে কুরবানি সম্পাদন করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ইসলাম ধর্মানুসারী যে ব্যক্তির কুরবানি সম্পাদনের সামর্থ আছে সে যদি কুরবানি সম্পাদন না করেন তবে তাকে কুরবানি ঈদের ময়দানে যেতেও নিষেধ করেছেন। কারণ কুরবানির দিন কুরবানির চেয়ে উত্তম আমল অন্য কিছুতে নেই। এই উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ত্যাগ করা।

পবিত্র জিলহজ মাসের ১০ তারিখ ফজর নামাজের সময় থেকে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত যাদের ঘরে নিজের পানাহার, উপার্জনের উপকরণ ব্যতিত যদি ঘরে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা সমপরিমাণ অর্থ থাকে তবে ঐ সকল সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্কদের উপর এই কুরবানি করা ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ ইব্রাহীম (আ:) কে তার প্রিয় জিনিস কুরবানি দেয়ার নির্দেশ করেছিলেন তখন থেকেই আমাদের উপর যে কুরবানির নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে, তা মূলত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক শিশু পুত্র ইসমাঈল (আঃ) কে আল্লাহর রাহে কুরবানি দেওয়ার অনুসরণে 'সুন্নাতে ইবরাহীমী' হিসাবে চালু হয়েছে। মক্কা নগরীর জনমানবহীন 'মিনা' প্রান্তরে আল্লাহর দুই আত্মনিবেদিত বান্দা ইবরাহীম ও ইসমাঈল আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তুলনাহীন ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তারই স্মৃতিচারণ হচ্ছে 'ঈদুল আযহা' বা কুরবানির ঈদ। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের প্রকৃত নমুনা এই কুরবানিতে প্রতীয়মান। কুরবানি করার সকল ব্যক্তিকে আগে নিজের অন্তরের পশুবৃত্তকে ত্যাগ করে নিতে হবে।

আরবী 'কুরবান' শব্দটি ফারসী বা উর্দূতে 'কুরবানি' রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ 'নৈকট্য'।

মানুষ কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হ'তে চায়। আল্লাহর জন্য মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে রাজী আছে কি-না সেটাই পরীক্ষার বিষয়। কুরবানি আমাদেরকে সেই পরীক্ষার কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে আল্লাহর পরীক্ষাও ছিল তাই। আমাদেরকে এখন আর পুত্র কুরবানি দেওয়ার মত কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হ'তে হয় না। একটি হালাল পশু কুরবানি করেই আমরা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারি।

বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের উৎসবসমূহ প্রকৃতপক্ষে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের মুখপত্র এবং তাদের জাতীয় চরিত্রের দর্পণ হয়ে থাকে। এ কারণে একথা স্পষ্ট যে, ইসলামের আগে জাহিলিয়্যাত যুগে মদীনার লোকেরা যে দুটি উৎসব পালন করত এগুলো জাহিলী চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা এবং জাহিলী ঐতিহ্যেরই দর্পণ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বরং হাদীসের শব্দমালা অনুযায়ী স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এ প্রাচীন উৎসবগুলোকে বাতিল করে দিয়ে এগুলোর স্থলে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দুটি উৎসব এ উম্মতের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার আয়না স্বরূপ।

ঈদুল আযহা ইবরাহীম (আঃ), বিবি হাজেরা ও ইসমাঈলের পরম ত্যাগের স্মৃতি বিজড়িত উৎসব। ইবরাহীম (আঃ)- কে আল-কুরআনে মুসলিম জাতির পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পরিবারটি বিশ্ব মুসলিমের জন্য ত্যাগের মহত্তম আদর্শ। তাই ঈদুল আযহার দিন সমগ্র মুসলিম জাতি ইবরাহীমী সুন্নাত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রাণপণ চেষ্টা করে। কুরবানির স্মৃতিবাহী যিলহজ্জ মাসে হজ্জ উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবী থেকে লাখ লাখ মুসলমান সমবেত হয় ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত মক্কা-মদীনায়। আমরা নিবিড়ভাবে অনুভব করি বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব। ঈদের উৎসব একটি সামাজিক উৎসব, সমষ্টিগতভাবে আনন্দের অধিকারগত উৎসব। ঈদুল আযহা উৎসবের একটি অঙ্গ হচ্ছে কুরবানি। কুরবানি হ'ল চিত্তশুদ্ধির এবং পবিত্রতার মাধ্যম। এটি সামাজিক রীতি হ'লেও আল্লাহর জন্যই এ রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। তিনিই একমাত্র বিধাতা প্রতি মুহূর্তেই যার করুণা লাভের জন্য মানুষ প্রত্যাশী। আমাদের বিত্ত, সংসার এবং সমাজ তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত এবং কুরবানি হচ্ছে সেই নিবেদনের একটি প্রতীক।

আমাদের সমাজে অনেকেই আবার এই পবিত্র কুরবানিকে একধরনের প্রতিযোগিতার বাজার তৈরী করে যেমন আমার টাকা আছে আমি অনেকের চেয়ে বেশি মূল্যের পশু জবেহ দিবো আবার আরেক শ্রেণী আছে তারা কুরবানি এলেই গোস্ত মজুত করার জন্য ফ্রিজ কেনার একধরনের প্রতিযোগিতায় নামে যা কিনা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী হিসেবে বা একজন পাপী হিসেবে পরিগণিত হয়।

গরীব অসহায় পাড়া প্রতিবেশি গোস্তের হকদার তাদের কিন্তু বঞ্চিত করা হয়। আমরা সবাই যেন এই চিন্তা চেতনা থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করি। আল-কুরআনে আল্লাহ বারবার ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল মালের কিছু অংশ এবং আমি যা তোমাদের জন্য জমীন হ'তে বের করেছি তার অংশ ব্যয় কর। আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ মানবতার সেবায় ব্যয় করতে হবে। দরিদ্র মানুষের সহযোগিতায় সরকারের পাশাপাশি সকল বিত্তশালী লোককে এগিয়ে আসতে হবে। সারা বছর, সারা জীবন সাধ্যমত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের কথা বিবেচনা করে মানুষকে সাহায্য করতে হবে। পশুর গলায় ছুরি দেওয়ার পূর্বে নিজেদের মধ্যে লুক্কায়িত পশুত্বের গলায় ছুরি দিতে হবে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বারবার মানুষকে তার নৈকট্য লাভের আহ্বান করেছেন।

ঈদুল আযহার লক্ষ্য হচ্ছে সকলের সাথে সদ্ভাব, আন্তরিকতা এবং বিনয়-নম্র আচরণ করা। মুসলমানদের জীবনে এই সুযোগ সৃষ্টি হয় বছরে মাত্র দু'বার। ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা একই কাতারে দাঁড়িয়ে পায়ে পা এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুই রাক'আত ছালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে যায়। পরস্পরে কুশল বিনিময় করে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়, জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং আন্তরিক মহানুভবতায় পরিপূর্ণ করে। মূলতঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে দৈন্য, হতাশা তা দূরীকরণের জন্য ঈদুল আযহার সৃষ্টি হয়েছে। যারা অসুখী এবং দরিদ্র তাদের জীবনে সুখের প্রলেপ দেওয়া এবং দারিদ্রের কষাঘাত দূর করা সামর্থ্যবান মুসলমানদের কর্তব্য।

মানবপুত্রের কোন সৎ কর্মই আল্লাহর কাছে কুরবানির দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে অধিকতর প্রিয় নয়।

কিয়ামতের দিনে কুরবানির পশুর শিং, লোম আর ক্ষুর সমূহ নিয়ে হাজির করা হবে। কুরবানির রক্ত মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহর কাছে তার ছওয়াব লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলতে হয়, 'তোরা ভোগের পাত্র ফেলরে ছুঁড়ে, ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধ।' মানুষ আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করবে, এই শিক্ষাই ইবরাহীম (আঃ) আমাদের জন্য রেখে গেছেন। মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের জন্য ঐ ত্যাগের আনুষ্ঠানিক অনুসরণকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। আর ঈদুল আযহার মূল আহ্বান হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করা। সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া। সম্পদের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর মুহাব্বত সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি আত্মসমর্পণ করে দেওয়াই হল ঈদুল আযহার মূল শিক্ষা॥

কুরবানির ইতিহাস

মুহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন

মানব ইতিহাস যত না প্রাচীন তেমনি তত প্রাচীন কুরবানির ইতিহাস। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাই এর উদ্দেশ্য। কুরবানি শব্দের অর্থই হচ্ছে নিকটবর্তী হওয়া। কাছাকাছি থাকা। ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় নির্দিষ্ট দিবসে নির্দিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভের আশায় পশু জবেহের মাধ্যমে কুরবানি করা।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে বলেন: তুমি তাদেরকে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিলের) বৃত্তান্ত যথাযথভাবে শোনাও। যখন তারা উভয়ে কুরবানি করেছিল। তখন একজনের কুরবানি কবুল হল এবং অন্য জনের কুরবানি কবুল হল না। (তাদের একজন) বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। (অপরজন) বলল, আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানিই কবুল করে থাকেন।' (সুরা মায়েদা : আয়াত ২৭)

সে (হাবিল) বলল, যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার প্রতি হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।' (সুরা মায়েদা : আয়াত ২৮)

তারপর থেকে প্রত্যেক যুগেই ধারাবাহিকভাবে কুরবানির এ বিধান সব শরিয়তেই বিদ্যমান ছিল। মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে যুগে যুগে সব জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ কোনো না কোনোভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে তার প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করতেন। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে প্রিয়বস্তু উৎসর্গই আজকের কুরবানি। এ কথার প্রমাণে মহান আল্লাহ বলেন-'আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য (কুরবানির) নিয়ম করে দিয়েছি। তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিজিক দেওয়া হয়েছে সেগুলোর উপর তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে (এই বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতির মূল লক্ষ্য কিন্তু এক-আল্লাহর নির্দেশ পালন)। কারণ তোমাদের মাবুদই একমাত্র উপাস্য। কাজেই তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ কর আর সুসংবাদ দাও সেই বিনীতদেরকে।' (সুরা হজ : আয়াত ৩৪)

তারপর নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালমের ঘটনাবলী থেকেও কুরবানির ইতিহাস জানা যায়। যার বর্ণনা আল কুরআনে এভাবে এসেছে।

'অতঃপর যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে বলল, 'হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, অতএব দেখ তোমার কী অভিমত?; সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। আমাকে ইনশাআল্লাহ আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।' (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০২)

'অতঃপর বাবা-ছেলে উভয়েই যখন আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) তাকে জবেহ করার জন্য তাকে কাত করে শুইয়ে দিলেন।' (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০৩)

'নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তার (সন্তান কুরবানির) পরিবর্তে জবেহযোগ্য এক মহান জন্তু দিয়ে (কুরবানি করিয়ে) তাকে (সন্তানকে) মুক্ত করে নিলাম।' (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০৬-১০৭)

আর এ (কুরবানির) বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় করে রাখলাম। (সুরা সাফফাত : আয়াত ১০৮)

আল্লাহ বলেন, 'আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কুরবানির বিধান রেখেছি।' (সুরা হজ্জ : আয়াত ৩৪)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় করো এবং কুরবানি দাও। সূরা আল কাউসার, আয়াত-২।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

'বলুন: নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।' আল আনআম আয়াত-১৬২।

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, কোরবানি শুধু আল্লাহর উদ্দেশেই হতে হবে।

লৌকিকতা বা সামাজিকতার উদ্দেশে নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আল্লাহর নিকট তাদের গোশত-রক্ত পৌঁছায় না; বরং পৌঁছায় তাঁর কাছে তাদের তাকওয়া বা আল্লাহ ভীরুতা।' (সুরা হজ, আয়াত: ৩৭)।

উপরোক্ত কুরআনের বিধান আলোচনা দ্বারা কুরবানির সুস্পষ্ট ইতিহাস জানতে পারা যায়।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে লোক দেখানোর জন্য কুরবানি নয় বরং পশুকে জবাইয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে পাপাচার, কদাচার, হীনতা, নীচুতা, পাশবিকতা, হিংস্রতাসহ এবং মনের পশু ও আমিত্বকে জবাই করার তাওফিক দান করুন। কুরবানির মাধ্যমে নিজেকে তাকওয়াবান হিসেবে তৈরি করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ঈদুল আযহা ও কুরবানি

অ্যাড. এ কে এম নাসির উদ্দীন

ঈদুল আযহার দিন সকালে গোসল করতে হয়
সুগন্ধি ব্যবহার করে ঈদগাহে যেতে হয়।
উত্তম পোষাক পরিধান করতে হয়
এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে গিয়ে আরেক রাস্তা দিয়ে বাড়ি আসতে হয়।
উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যেতে হয়
ঈদের সালাত আদায় করতে হয় ও খুতবা শুনতে হয়।
একদা ইব্রাহীম নবী ঘুমেতে স্বপ্নে দেখেন
আল্লাহ প্রিয় বস্তু কুরবানি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।
ইব্রাহীম নবী একশত উট কুরবানি দিলেন
আল্লাহ কুরবানি নাহি কবুল করিলেন।
ইব্রাহীম নবী আবার রাত্রে কুরবানির বিষয়টি স্বপ্নে দেখলেন
স্বপ্নে দেখার পর নিজের পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি দিতে নিয়ে গেলেন।
চোখ বেঁধে ইব্রাহীম নবী যখন তাঁর পুত্রের গলায় ছুরি চালালেন
ইব্রাহীম নবী পরে দেখতে পেলেন আল্লাহর কুদরতে তিনি দুম্বা কুরবানি দিয়েছেন।
ইব্রাহীম নবীর সময় থেকে কুরবানি চলে আসছে
কুরবানি ভোগের জন্য নয়, ত্যাগের জন্য এ কথা কেউ কি ভাবছে?
ঈদের সালাত শেষে কুরবানি দিতে হয়
কুরবানির গোশ্ত দিয়ে আহার করতে হয়।
আল্লাহর নামে কুরবানি দিতে হয়
আল্লাহর নামে কুরবানি দিলে আল্লাহ খুশি হয়।
কুরবানির গোশ্ত তিন ভাগে ভাগ করতে হয়
এক তৃতীয়াংশ গরীব মিসকিনকে দিতে হয়।
এক তৃতীয়াংশ আত্মীয় স্বজনকে দিতে হয়
এক তৃতীয়াংশ নিজেদের জন্য রাখতে হয়।
সুদের উপর ঋণ নিয়ে কুরবানি করা যাবে না
কুরবানির গোশ্ত, চর্বি বিক্রি করা যাবে না।
কুরবানির গোশ্ত তৈরিতে যারা কাজ করে
কাজ করা ব্যক্তিকে কুরবানির গোশ্ত দেওয়া যাবে না।
আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কুরবানি দিতে হয়
সামর্থ থাকার পরও কুরবানি না দিলে আল্লাহ অসন্তুষ্টি হয়।
কুরবানি ঈদুল আযহার দিনসহ তিনদিন করা যায়
প্রথম দিন কুরবানি দেওয়ার উত্তম সময়।
কুরবানির পশু সুস্থ, সবল অবশ্যই হতে হবে
অসুস্থ পশু দিয়ে কুরবানি দিলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল নাহি হবে।
কুরবানির পশু নিজেই কুরবানি দেওয়া যায়
মহিলারাও কুরবানি দিতে পারেন এতে কোন সমস্যা নাহি দেখা যায়।
উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এসব প্রাণি কুরবানি দিতে হবে
অন্য প্রাণী কুরবানি দিলে কুরবানি নাহি হবে।
সর্বোচ্চ সাতজন উট, গরু, মহিষ একত্রে কুরবানি দিতে পারে
সকলের হালাল টাকা ছাড়া কুরবানি কবুল হবে নারে।
কুরবানির সময় কুরবানির পশুর সাথে ভালো আচরণ করতে হবে
এক পশুর সামনে অন্য পশুর কুরবানি করা নাহি যাবে।
কুরবানির পশুর চামড়া কুরবানি দাতা নিজে ব্যবহার করতে পারে
কুরবানির চামড়া বিক্রি করে ছদকা করা যেতে পারে।
কুরবানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সবার জানা থাকা চাই
সামর্থবান নর-নারীর উপর কুরবানি ওয়াজিব জেনে রাখুন সবাই।
দরিদ্র মানুষদের উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়
যে পশু তিনপায়ে চলে তা দিয়ে কুরবানি দেওয়া যাবে না।
যে পশুর একটি দাঁতও নেই তা দিয়ে কুরবানি করা যাবে না
নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে কুরবানি কবুল হবে না।
আসুন, আমরা সবাই হালাল টাকায় কুরবানি করি
নিজেদের কু-প্রবৃত্তিকে দমন করি, শান্তিময় বিশ্ব সমাজ গড়ি।

সংসার ও সন্ন্যাস জীবন

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

বিবাহিত অথবা যাজকত্ব; স্বাভাবিকভাবেই আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজে নারী-পুরুষকে একটি জীবন বেছে নিতে হয়। ধর্মীয় বিধান মতে ফলাফল যা ঘটে সেটিকে আমরা ভাগ্য বা আহ্বান হিসেবেই চিন্তা করি আর জীবনকে পুরোপুরি সেই লক্ষ্যে চালিত করার জন্য স্বজ্ঞানে সেইরূপ আচার-আচরণ করতে যত্নবান থাকি।

ছোট বেলায় জানতে চাওয়া হতো বড় হয়ে আমরা কী হতে চাই, তখন প্রায় সকলেই বলতাম ফাদার বা সিস্টার হবো। লজ্জায় বিয়ের ইচ্ছেটা যে মুখে আনতে পারতাম না, তা পুরোপুরি সত্য নয়। সত্য হলো, যাজকত্ব জীবনকে ঈশ্বরের মত গৌরবময় জীবন বলে বিশ্বাস করতাম এবং তা যাপন করা মানে ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকা মনে করতাম। প্রতিটি বাবা-মা চাইতেন যেনো তার সন্তান ঈশ্বরের কাছাকাছি থেকে সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হয়। যদিও বড় হয়ে দু'চারজন বাদে সকলেই আমরা বিবাহিত জীবনকেই বেঁছে নিই এবং একইভাবে নিজের সন্তানকেও যাজকীয় জীবন গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে যাই। অনুপ্রেরণার এই ধারাবাহিকতা যুগে যুগে পিতা-মাতার অন্তরে অক্ষত থাকুক।

ছোটবেলায় আমরা ফাদার-সিস্টারদের ঈশ্বরের প্রেরিত পবিত্রতম মানুষ ও আদর্শ অনুসারী বলেই ভাবতাম। তাদের প্রতি বড়দের ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখে আমাদের মনেও তারা পরম সম্মানের জায়গাটি দখল করেছিলেন। খ্রিস্টযাগের সময় বেদীতে দাঁড়ানো মানুষটিকে তখন সয়ং ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি মনে করতেও ভুল হতো না। তিনি যা বলতেন সেটিকেই ঈশ্বরের আদেশ বলে মানতাম আর ছোটরা সেই মহান মানুষটির মত হতে চাওয়াটাই বড় চাওয়া বলে মনে করতাম, আর এই চাওয়ার উপর বাবা-মায়ের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা থাকত।

বলা হয়ে থাকে, **"ঈশ্বর যে কাজের জন্য যাকে বেছে নিয়েছেন তার জন্য তারা সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত।"** ঈশ্বর যাকে যাজকত্ব জীবন উপহার দিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের দৃশ্যমান প্রতিনিধিরূপে পবিত্র থেকে সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা, মানুষের মধ্যে ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ গড়ে তোলা। যাকে বিবাহিত জীবন উপহার দিয়েছেন তিনিও ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে সংসারে ঠিক একইভাবে তারও কাজ একটি সৎ, আদর্শ ও গৌরবময় জীবন ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দেওয়া। আর সেই সৎ জীবন প্রদর্শিত হয় নিজের পরিবার, সমাজ এবং অন্যান্য সকল জায়গায়।

ছোটবেলায় যা দেখেছি সেই অভিজ্ঞতা আর আজকের বাস্তবতার মধ্যে অনেক পার্থক্য। খুব ইচ্ছে করে সেই অনাবিল জীবন যদি আজও নিজের সন্তানদের মধ্যে দেখতে পেতাম! যেমন-

- প্রতি রবিবারে বিনম্রভাবে গির্জায় যাওয়া এবং বিশ্রামবারের তাৎপর্য মেনে চলা
- প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় পড়ালেখা শেষে দুয়ারে পাটি বিছিয়ে রোজারী প্রার্থনা ও গান করা।
- প্রার্থনার পর বয়জ্যোষ্ঠদের আশীর্বাদ নেওয়া।
- আকাশে তিনপন্ডিত তারাদের দিকে চেয়ে দুয়ারেই ঘুমিয়ে পড়া।
- সকালে পাখি ডাকার সাথে সাথে ঘুম থেকে জেগে ওঠা।
- সময়মত স্কুলে যাওয়া-আসা।
- বিকেলে খেলাধূলা শেষে সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফেরা।

(এখনও কিছু কিছু পরিবারে এই আদর্শগুলো বিদ্যামান রয়েছে)

খ্রিস্টযাগের সময় ভক্তদের সাথে যাজকের যেই সহভাগিতা, ধ্যান ও প্রার্থনা ছিলো মনে হতো এটি সেই জীবনেরই চিত্র, যেই চিত্র আজ অনেকটাই বদলে গেছে পরিবার থেকে। আজকাল সন্ধ্যার পর প্রার্থনার বদলে মায়েরা ব্যস্ত থাকি টিভি সিরিয়ালের মত বিনোদন নিয়ে আর বাবারা বিশ্রাম ও আশ্রয় খুঁজে নিই মদের বোতলে। পরিবারে এই আচরণগুলো সন্তানদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং মরিচিকার মত সন্তানের জীবনও একই পথে ধাবিত হওয়ার উৎসাহ দেয়। এই মরীচিকা থেকে ফিরিয়ে আনার যদি কোনো মন্ত্র বা বাণী থাকে তা কেবল যাজকগণই উপস্থাপন করতে পারেন।

সংসার ও সন্যাস জীবন, দুটো জীবনই ঈশ্বরের নির্ধারণ করে দেওয়া জীবন। সন্যাস জীবনের মত সংসার জীবনের আহ্বানও পবিত্র হওয়ার একটি আহ্বান। আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন সকলেই যেন পরস্পরকে ভালোবেসে সৎভাবে জীবন যাপন করি। ধর্মীয় আদর্শ বজায় রেখে অন্যের কাছে ঐশ্ববাণী প্রচার ও অন্যকে অনুপ্রাণিত করার দায়িত্ব কেবল যাজকদের নয়, সকলের আগে দায়িত্ব আমাদের মত খ্রিস্টভক্তদের। সন্তানেরা নিজ পরিবার থেকে এমন শিক্ষা গ্রহণ করুক যেন তারা ঈশ্বরের সন্তানরূপে জীবন ধারণ করতে অনুপ্রাণিত হয়। **"সকলে না হোক, কেউ কেউ যাজকত্ব জীবন গ্রহণ করুক"** যিনি মণ্ডলীকে সুপথে পরিচালিত ও ধর্মীয় আচার আচরণ এবং মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার পথ প্রদর্শক হিসেবে নিবেদিত থাকবেন। আর সেই পথে অগ্রগামী হতে অনুপ্রেরণা দিতে কারো যেন এতটুকুও কার্পণ্য না থাকে, একইসাথে যাজকদের কাছ হতে সেই আদর্শহি কাম্য, যে আদর্শের মোহে সন্তানেরা নিজেকে ধর্মের নামে উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত হয়।

উৎসর্গ-
ছোট ভাই ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন
ভবানীপুর, বনপাড়া, নাটোর॥

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত রোমেল ভিনসেন্ট রোজারিও
জন্মঃ ০৫ মে, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু ০৫ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় রোমেল,
কালের আবর্তে তিনটি বছর পেরিয়ে গেল তুমি আমার ঘর শূন্য করে চলে গেলে না ফেরার দেশে। মা মারীয়ার মাস, মে মাসে তোমার জন্ম হয়েছিল। তুমি আমার কোল আলো করে যখন এসেছিলে তখন আমি তোমার দাদুর নামটা রেখেছিলাম ভিনসেন্ট, যেন তোমার আদর্শবান দাদুর আদর্শ নিয়ে বেড়ে উঠো এই পৃথিবীতে। কিন্তু তোমার চিরকালীন অসুস্থতা সব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেলো। পৃথিবীর রূপ, রস, মাধুর্য কোনো কিছুই তুমি উপভোগ করতে পারোনি। তোমার শারীরিক কষ্টের কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি, আমি এখনো তোমার শব্দ শুনতে পাই। তোমাকে পরিবারের সবাই অনেক ভালোবাসতো। কিন্তু তোমার কষ্ট কমানোর ক্ষমতা কারো ছিল না। আমি বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি, তুমি স্বর্গদূতদের মধ্যে আছো পরম আনন্দে। তুমি আমার হৃদয় মন্দিরে থাকবে সর্বদা ভালোবাসার ডালি হয়ে। তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন আমরা পবিত্রভাবে জীবন যাপন করে, জীবন শেষে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

নমিতা রেবেকা রোজারিও ও পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/২০৮/২৩

যিশু হৃদয় ও অন্তর-গৃহ

ক্যাথরিন সাংমা

একবার আমি যখন ঢাকা থেকে চেন্নাই যাচ্ছিলাম এক ভদ্রলোক ট্রেনে আমার পাশের সিটে বসেছিলেন, সে বোধহয় বিহারী,মাথায় লম্বা চুল আর হাতে চুরির মত কিছু একটা পরা। ওঠার কিছুক্ষণ পর সে তার স্মার্ট ফোনটা বের করে একটা ভিডিও দেখছিল সম্পূর্ণ ভলিউম দিয়ে আর আমি সব শুনছিলাম কথাগুলো। একজন ছেলে তার প্রেমিকাকে নিয়ে পার্কে এসেছে আর একপর্যায়ে মেয়েটি বলল-তুমি আমাকে বেশি ভালোবাস নাকি তোমার মাকে? ছেলেটি উত্তরে বলে দু'জনকেই, মাকে মায়ের মত আর তোমাকে তোমার মত। এতে মেয়েটি রেগে গিয়ে বলে দু'জনকে তো একসাথে ভালোবাসা যায় না। তুমি যদি আমাকে সত্যি ভালোবাস তবে আমার একটি চাওয়া পূরণ করবে? ছেলেটি জানতে চায় কি চাওয়া! মেয়েটি তখন বলে আগে একটি আইসক্রিম কিনে নিয়ে আসো তারপর বলব। ছেলেটি আইসক্রিম দিয়ে বলে এবার বলো কি চাওয়া! মেয়েটি তখন বলল "তোমার মায়ের কলিজাটা নিয়ে আস এই আইসক্রিম শেষ হওয়ার আগে।" ছেলেটি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলনা তখন তার চোখে নেমে এলো অন্ধকার, তাকে তার ভালোবাসার প্রমাণ এতো নির্মম ভাবে দিতে হবে। বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে দেখে মা ঘুমিয়ে আছে, এই সুযোগে তাকে এই নিষ্ঠুর কাজটি করতে হবে। মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাইল সে তারপর মাকে মেরে কলিজা নিয়ে আবার দৌড় কারণ, আইসক্রিম শেষ হওয়ার আগে পৌছতে হবে। বাড়ীর চৌকাঠ পেরুনোর আগেই সে মাটিতে পরে যায় আর হাতে থাকা মায়ের রক্তাক্ত কলিজা নড়ে ওঠে বলে " বাবা তুই ব্যথা পেয়েছিস! ওঠ! তাড়াতাড়ি দৌড়া না হলে তোর ভালোবসাকে হারাবি।" ফিরে আসার পর অবশেষে মেয়েটি তাকে বলে যে ছেলেটি নিজের মাকে খুন করে কলিজা বের করতে পারে সে ছেলে আমাকে মারতে আর কতক্ষণ, এই বলে তাকে ছেড়ে চলে যায়। ততক্ষণে আমার পাশে বসা বিহারীটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী দিয়ে আমাকে বলতে চেষ্টা করছিল যে, এ ধরনের মেয়েরা নরকেও স্থান পাবেনা। তখন আমি ভাবলাম সত্যি তো ছেলেটি সবকিছু বলিদান দিয়ে ভালোবাসাকে প্রমাণ দিতে চেয়েছিল কিন্তু কি স্বার্থপর মানবীয় ভালোবাসা। যিশুর ভালোবাসা হল মুক্তিদায়ী ভালোবাসা যেখানে নেই কোন স্বার্থপরতা। তার জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও তিনি বলিদান দিলেন, ক্রুশে লজ্জাজনক মৃত্যুকে মেনে নিয়ে ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিলেন। যিশুর হৃদয় প্রতিনিয়তই জ্বলছে,তার প্রেম এমনই গভীর যে পৃথিবীর সব প্রেমকেই হার মানায়। তাঁর হৃদয় প্রত্যেককে তিনি দিয়েছেন, আর প্রতিদানে হিংস্রমানব সেই হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে, পাপের তীরে রক্তাক্ত করেছে তবুও সেই হৃদয় ভালোবাসায় আপ্লুত, আজো প্রেমের আগুন জ্বলছে। সেই মায়ের কলিজার মত বলছে- "ওঠ; সম্পর্কেও বিচ্ছেদে, পরিবারের ভাঙ্গনে, পাপের শেকড়ে আবদ্ধ হয়ে যদিও তুমি আমার হৃদয়কে ছোট ছোট টুকরো করেছ তবুও আমি তোমাকে ভালোবাসি, আগের মতই ভালোবাসি। যদিও তোমার গৃহে আমার জন্য কোন স্থান নেই তবুও আমি বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় আছি হয়ত কোন একদিন স্থান হবে এই আশায়। যিশুর পবিত্র হৃদয় থেকে নির্গত হচ্ছে প্রতিনিয়ত ঐশ্ব ভালোবাসা, বয়ে যাচ্ছে প্রেমের স্রোতধারা কিন্তু কোথাও কিনারা পাচ্ছে না, প্রত্যেকের গৃহ বন্ধ, কোনটায় জায়গা নেই, আর এই গৃহ হলো আমাদের অন্তর গৃহ যেখানে আমরা যিশু হৃদয়ের সিংহাসন না বসিয়ে জাগতিক মোহ দিয়ে ভরে রেখেছি। যিশু বলেছেন, "যে গৃহে আমার হৃদয়কে সম্মান করবে আমি সেই গৃহে বাস করব।" আদৌ কি এই পবিত্র হৃদয় আমার অন্তরে স্থান পাবে নাকি বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখব! মানবীয় হৃদয় একজন আরেকজনকে ঠকায়, অন্যের হৃদয়কে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় কিন্তু পবিত্র যিশু-হৃদয় কখনো কাউকে ঠকায়না, কারোর হৃদয়কে ভাঙ্গেনা বরং জোড়া লাগায়। আসুন সকলে অন্তর গৃহে পবিত্র হৃদয়কে স্থাপন করি আজ থেকে ভালোবাসার হৃদয়কে ভালোবাসি॥

CANADA/USA/AUS Schooling Visa

Schooling ভিসা নিয়ে CANADA, USA, AUSTRALIA যাবার অপূর্ব সুযোগ।

› Admission Available: Grade 1-11 (প্রথম শ্রেণী হতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত)। বয়স: নূন্যতম ৬ বছর হতে হবে।

› বড় সুখবর হলো, ছাত্র/ছাত্রীর সাথে অভিভাবকরাও যেতে পারবেন।

› এছাড়াও আমরা বিগত ২০ বছর ধরে অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada, USA, Australia, UK, Japan, South Korea & Malaysia-তে Diploma/Bachelor/ Masters/Ph.D. Program-এ Admission & Visa Processing করছি ।

* CANADA/ USA/ AUSTRALIA/ UK তে আমরা Bank Sponsorship ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করি।
* কানাডাতে আমরা আমাদের RCIC লাইসেন্স প্রাপ্ত Consultant এর মাধ্যমে PNP মাইগ্রেশন ভিসা প্রসেসিং করছি।
* আমরা USA/Canada-এর জন্য ফ্যামিলি ভিজিট/ ট্যুরিস্ট ভিসা প্রসেসিং করছি।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
YOUR DREAM, OUR RESPONSIBILITY

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E, Block-J, Baridhara, Dhaka-1212
+88 01600-369521
+88 01911-052103
globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/২০৭/২৩

রেভা. গগন চন্দ্র দত্ত ছিলেন খুলনা শহরের প্রথম মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান

মিথুশিলাক মুরমু

খুলনা শহরে অসংখ্যবার গমন করার সুযোগ হয়েছে কিন্তু এবার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল গিয়েছিলাম একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। খুলনায় পৌঁছালাম বিকেলে, আমার সফরসঙ্গী পাষ্টর এডওয়ার্ড সুরুজ্জামান, থাকেন মানিকগঞ্জ সদরে। দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম গগন বাবু রোডের গ্লাক্সো মোড় থেকে ট্যাক্স অফিস পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে ও রিক্সায় ঘুরলাম। এ রাস্তাটি গুরুত্বের দিক থেকে কম নয়, রয়েছে স্কুল-কলেজ, সরকারি অফিস ও স্থাপনা ইত্যাদি। দু'একজনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম গগন চন্দ্র দত্ত সম্পর্কে তারা কতোটুকু ওয়াকিবহাল রয়েছেন, রোডে অবস্থিত দোকানের স্বত্ত্বাধিকারীরা জানেন তিনি একজন বিখ্যাত ও হিন্দু ধর্মানুসারী ছিলেন; এতটুকুই। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান করলে তথ্য ভেসে ওঠে, 'সর্বপ্রথম ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে খুলনা নগরের মর্যাদা পায়। কলকাতা গেজেট অনুযায়ী ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর খুলনাকে মিউনিসিপাল বোর্ড ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৩ ডিসেম্বর রেভারেন্ড গগন চন্দ্র দত্ত প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে সময়ে টুটপাড়া, শেখপাড়া, চারাবাটি, হেলাতলা এবং কয়লাঘাট এলাকার সমন্বয়ে খুলনা পৌর সভার যাত্রা শুরু করে।' মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স (পৌরসভা প্রশাসন অধ্যাদেশ)-এর দ্বারা খুলনা মিউনিসিপাল বোর্ডের নাম পালটে খুলনা মিউনিসপাল কমিটি করা হয়, পাশাপাশি পৌর এলাকাকে ৪.৬৪ বর্গমাইল থেকে উন্নীত করে ১৪.৩০ বর্গমাইল করা হয়। তখন মিউনিসিপাল কমিটির সদস্য ছিলেন ২৮ জন এবং শহর ১৪টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিলো। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ লোকাল কাউন্সিল অ্যাণ্ড মিউনিসিপ্যাল কমিটি (ডেসোলেশন অ্যাণ্ড অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অ্যারেঞ্জমেণ্ট) অর্ডার ১৯৭২ এর ক্ষমতা বলে খুলনা মিউনিসিপালিটির নাম বদলে খুলনা পৌরসভা করা হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর খুলনা শহরের শতবর্ষপূর্তিতে তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ খুলনাকে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হিসেবে উন্নীত করেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট খুলনাকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়।

গগন চন্দ্র দত্ত সম্পর্কে খুব একটা জানা যায় না, গোল্লাপরগণাস্থ (বিক্রমপুর) বাবু শিবনাথ দত্ত চৌধুরীর বড় সন্তান অত্র অঞ্চলে প্রচাররত খ্রিস্টভক্ত ফাদারদের দ্বারা দীক্ষিত হন। '১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফাদার ম্যারাটির কাছে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করতেন কিন্তু মুর্তি ও কুসংস্কার নিয়ে ফাদারের সাথে মত বিরোধ হওয়ায় তিনি ঝিকরগাছায় রেভা. এ্যাণ্ডারসনের নিকট গিয়া ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে অবগাহন গ্রহণ করেন। প্রথমদিকে বাবু গগন চন্দ্র শিক্ষকতার কাজ করেন পরে সুসমাচার প্রচারক নিযুক্ত হন। রেভা. এ্যাণ্ডারসন নিজের দেশে চলে গেলে রেভা. হবস তার স্থলে মিশনারী হয়ে আসেন। রেভা. গগন চন্দ্র দত্ত কুষ্টিয়ায় সহকারী মিশনারী হিসেবে বদলী হয়ে যান।'[১] অন্যত্র বলা হয়েছে, 'রেভা. জে এইচ এণ্ডারসন এবং রেভা. জন সেল যশোরে আসেন ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। তাদের প্রচারে গগন চন্দ্র দত্ত ও মুন্সী আজিজ বারী প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।[২] তিনিই প্রথম বাঙালি ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী যিনি বিলাত যান। বিলাতের খ্রিস্টীয় ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো। তিনি ছিলেন খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান। তাঁর নামে খুলনা শহরে 'গগন দত্ত রোড' আছে। তিনি স্থানীয় হরিজনদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক কাজ করেছিলেন।

খ্রিস্টকে গ্রহণের পরবর্তীকালেই ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে অন্তরে তাড়িত হয়েই ঘোষণা করলেন, যিশুই একমাত্র পরিত্রাতা, তাঁর জয় হোক। গানে লিখেছেন–

'জয় প্রভু যীশু, জয় প্রভু যীশু, জয় জয় সত্য সনাতন
জগত-তারণ, করণ-কারণ, আইলে এ মর্ত ভুবন।
অদ্ভূত মহিমা জগতে প্রকাশিলে;
(তাহা) কে পারে করিতে বর্ণন?
সহস্র রসনা করিলেও ঘোষণা,
(তাহা) শেষ না হবে কখন।'

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে রেভা. গগন চন্দ্র দত্ত খুলনাতে মিশনারী হয়ে এলে তার প্রচারে চুনকুড়ি, বাজুয়া, হরিণটানা ও লাউডোব বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলী স্থাপিত হয়। 'ঐ সময় এসব গ্রামের খ্রিস্টানরা কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হতেন। ঐ সভার নাম ছিল উদ্দীপনা সভা। এই সভা এত জনপ্রিয় ছিল যে, সিউড়ী, কলকাতা, নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে লোকজন এসে এই সভায় যোগ দিত। এসব সভার খরচ

1. রেভা. ফিলিপ মজুমদার, ইতিহাস কথা বলে, পৃ. ৯৫
2. ফাদার যোসেফ রানা মণ্ডল, রাঢ় সমতটে খ্রীষ্ট ধর্ম (খুলনা ধর্ম প্রদেশ), পৃ. ২৬৭

সংগৃহীত হতো স্বেচ্ছাদানের মাধ্যমে। এই সভা এখনও খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। বর্তমান এ সভার নাম বিরাট সভা। গগন চন্দ্র দত্ত খুলনা শহরের জনহিতকর কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তিনি পরপর দু'বার খুলনা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।'[৩] তার প্রচেষ্টার প্রসার দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌছিয়েছিলো, এতে অনুমিত হয় যে, তিনি খ্রিস্টের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে চষে বেড়িয়েছেন। 'খুব সম্ভব এই সভার কায্যাদি দেখিয়া স্বর্গত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়গোবিন্দ সোম প্রভৃতি ভক্তগণ কলিকাতার বেঙ্গল খ্রীষ্টিয়ান কনফারেন্স সভা স্থাপন করিয়াছিলেন।[৩] রেভারেণ্ড দত্তের উদ্যোগে ও উৎসাহে আয়োজনের সৈনিক বন্ধু ছিলেন নীলমনি বিশ্বাস, মদনমোহন বিশ্বাস, আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস, বেণীমোহন বিশ্বাস, রামচন্দ্র ঘোষ; আর তিনি সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রেভা. দত্ত মিশনারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং কলকাতায় চলে যান।

'খ্রিস্ট সঙ্গীত'-এ প্রায় ৯টি গান রয়েছে, তিনি জীবনের উপলব্ধি থেকে আত্মায় উদীপ্ত হয়ে গানগুলো রচনা করেছেন। বোধ করি, গানগুলি জীবনের আকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতা ও ভালোবাসা থেকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বনেদী হিন্দু পরিবারের বন্ধনকে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার ডাক পেয়েছিলেন প্রেমময় যিশুর কাছ থেকে। শত-সহস্র বছরের প্রথা-ঐতিহ্য ও রীতিনীতি ভেঙে প্রকাশ্যে যিশুর শিষ্য হওয়া অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ। তবে নিশ্চিত হওয়া যায়, গগন চন্দ্র দত্ত পবিত্র বাইবেল যেমন আত্মস্থ করেছিলেন, অনুরূপভাবে নিখুঁততা অনুসন্ধান করে হৃদয়ের অন্ধকারকে বিতাড়ন করে যিশুর আলোয় উজ্জ্বল হয়েছিলেন। যিশুর ডাক তো 'সব কিছু ফেলে আমার পশ্চাৎগামী হও', স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হতে হলে 'লাঙ্গলে হাত রেখে পেছনে ফেরে তাকানো অযোগ্যতা' নির্দেশ করে। হয়তো তিনি শূন্য হাতেই এসেছিলেন বলেই লিখেছেন, নিম্নোক্ত গানটি লিখেছেন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে–

'এলেম তব দ্বারে, ভিক্ষার ঝুলি প্রভু দেও পুরে;
মোদের যত প্রয়োজন, আছে তব ভাণ্ডারে।
ধনবান হব বলে, এসেছি মোরা সকলে;
দয়ার ভাণ্ডার দেও হে খুলে, তৃপ্ত কর দান করে।'

সত্যিকার অর্থে যারা সদাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমে মগ্ন হয়েছেন, তিনি প্রত্যেককেই দিয়েছেন ধন, সম্মান ও জীবন। আর হ্যাঁ, দেখুন– গগন চন্দ্র দত্ত ইহকালেই স্বর্গের আশীর্বাদে সিক্ত হয়েছিলেন। একজন খ্রিস্টভক্তের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা গানে। তিনি নিজে বিশ্বস্তভাবে প্রাতঃকালে স্রষ্টার সৃষ্টিকে আলিঙ্গন করেছেন, দু'চোখ ভরে নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করে ব্যক্ত করেছেন–

'ভোর হইল ভানু প্রকাশিল
উঠ যীশু গুণ গাও রে
জোড় করে, যীশু পদ ধ'রে,
সঙ্গীতে পূজহ তাঁহারে।
মধুর স্বরে পাখী-শাখী পরে
আনন্দে বিভুগণ গায় রে;
উঠ উঠ সব, অলস মানব
স্তব কর ত্রাণনাথ যীশুর রে।'

যিশুকে গ্রহণের পর সুসমাচার প্রচারের তাগিদ মন থেকেই উপলব্ধি করেছেন। নরকের পথ থেকে স্বর্গে যাবার পথে আনয়নে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, প্রকৃত সুখ 'ধন-মদে মত্ত যারা, তারা সুখী নয় রে,... যীশুকে ধরিলে পাপী মোক্ষ ধন পায় রে'। তিনি ঈশ্বরের ভালোবাসার বাণী পৌছানোর প্রচেষ্টায় নিরলস করেছেন। প্রচার করেছেন যিশু পাপীকে ভালোবাসেন, প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে বাস করতে চান। পবিত্র বাইবেল-এ বর্ণিত প্রতিশ্রুতিযুক্ত শক্তি প্রচার করেছেন, জানিয়েছেন– 'ক্ষুধিত তৃষিত যারা, সুখাদ্য পাইবে তারা; ও ভাই সুস্থ হবে অন্ধ খোঁড়া গোঙ্গা আদি রোগীগণ'। সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে পৌছাতে না পারলেও তিনি তার চৌহদ্দিতে বারংবার শুনিয়েছেন– 'যীশুতে বিশ্বাস কর, ঘুঁচবে সব ভাবনা, তুমি ইহকালে সুখী হবে, পরেও পাবে সান্ত্বনা।' অজস্র মানুষ পাপের শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখে নিকটতমদের উদ্বুদ্ধ করেছেন তাদের কাছে পরিত্রাণের বার্তা পৌছানোর, অন্তরে পুলকিত হয়েছেন সুযোগ ক্রয় করার; তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেকটি মানুষই যেন শ্রবণ করতে পারে ঈশ্বরের মহানুগ্রহের সুসংবাদ। জীবন সায়াহ্নে অন্তরের প্রার্থনা ওঠে এসেছে, ১৮৯৬ কালজয়ী গান লিখেছেন–

'মধুমাখা যীশু নাম গাও রে;
গাও ঘরে ঘরে নগরে নগরে।
এ ভবের আশা যিনি, স্বর্গের আনন্দ ভূমি;
যে নামে সকল দুঃখ হরে।
যে নামের মাহাত্ম্যগুণে, শান্তি পায় ভক্তগণে;
দুঃখী জনে সুখী হয় অন্তরে।
আইলে আসন্ন কাল, যীশু নামই মহাবল;
যে নামে মৃত্যু নদী পার করে।'

4. প্রফেসর দিলীপ পণ্ডিত, বাংলাদেশে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর ইতিহাস, খ্রীষ্টিয়ান লিটারেচার সেন্টার, পৃ. ৫০॥ ৯৮

3 . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮

আপন গৃহ

লীলা ছেড়াও

আপন গৃহ গীর্জা ঘর
নেই ভেদাভেদ কে আপন কে পর,
সবাইকে তুমি রাখো জড়িয়ে
এক সূতাই বেঁধে রাখো নারী আর নর।

কেউ যদি যায় তোমার কাছে
গায়ে কাঁদা মেখে,
তুচ্ছ করো না তুমি
নাও আবার বুকে টেনে।

পাপীতাপী সবাই আসে তোমার কাছে
নিজের ভুল বুঝে,
সবাইকে ঠাঁই দাও তুমি
সকল পাপ ক্ষমা করে।

জীবন শেষে এই দেহটা রাখবে
চার দেয়ালের মাঝে,
জীবন থাকতে চাও ক্ষমা
ঈশ্বরের চরন তলে।

আপন আপন করো তুমি
আপন কিছুই নয়,
জীবন শেষে হিসাব হবে
ভালো কাজ আর পূন্যময়।

তোমার আমার সবার
আপন হবে চার দেয়ালের কবর,
এই জীবনে ভালো কাজ করবে যারা
ঈশ্বরের কাছে কেউ হবে না পর।

সাধু আইরেনিয়াস
খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐক্যের আচার্য
মণ্ডলী কর্তৃক ঘোষিত নতুন আচার্য

ডিকন রাসেল আন্তনী রিবেরু

সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাধু আইরেনিয়াস এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুরস্ক) স্মির্ণায় আনুমানিক ১৩০/১৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন স্মির্ণার (বর্তমান তুরস্কের ইজ্‌মির) ধর্মপাল সাধু পলিকার্পের শিষ্য; সাধু পলিকার্প ছিলেন আবার প্রেরিতদূত ও মঙ্গলসমাচার রচয়িতা সাধু যোহনের শিষ্য। যুব বয়সে আইরেনিয়াস সাধু পলিকার্পের প্রচারবাণী শুনতে পান ও হৃদয়াঙ্গম করতে শুরু করেন। তিনি রোমে পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি ফ্রান্সের (তৎকালীন গল) লিয়ন-এর প্রথম ধর্মপাল পথিনুসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে লিয়নে যাজক পদে অভিষিক্ত হন এবং ফ্রান্স দেশে খ্রিস্টবাণী প্রচার করতে থাকেন। ১৬১ থেকে ১৮০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিউসের দ্বারা খ্রিস্টানদের ওপর নির্যাতনের সময় তিনি লিয়নে যাজক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এমতাবস্থায় সম্রাট কর্তৃক পরিচালিত নির্যাতনে ও ভ্রান্তমতাবলম্বীদের সাথে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের সময়কালে ১৭৭ খ্রিস্টাব্দে লিয়ন থেকে আইরেনিয়াসকে একটি পত্র দিয়ে রোম নগরীতে পোপ মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়। পত্রটি মূলত ভ্রান্ত মন্তানিজম আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে লেখা হয়। তখন তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার জোরালো সাক্ষ্য বহন করেন ও অনুপম নিদর্শন রাখেন। যদিও মন্তানুসপন্থীদের প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি ছিল না তবুও তিনি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য্যের প্রকাশ ঘটান এবং মণ্ডলীতে শান্তি ও একতার জন্য কাজ করেন। তিনি যখন রোমে অবস্থান করছিলেন তখন লিয়নের মণ্ডলীর উপর একটি নির্যাতন সংঘটিত হয় যার ফলে লিয়নের ধর্মপাল সাধু ব্যক্তিত্ব পথিনুস শহীদ মৃত্যুবরণ করেন। আইরেনিয়াস রোম থেকে ফিরে এসে ১৭৮ খ্রিস্টাব্দে লিয়নের দ্বিতীয় ধর্মপাল নিযুক্ত হন। তিনি ২৪ বছর ধর্মপাল হিসেবে বিশ্বস্তভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বিশপীয় সেবাদায়িত্বের সময় অনেকে খ্রিস্টবিশ্বাস গ্রহণ ক'রে ফ্রান্সের খ্রিস্টমণ্ডলীকে পুনঃনির্মাণ করেন। আইরেনিয়াস ২০২ খ্রিস্টাব্দে লিয়নে ধর্মশহীদের মৃত্যুবরণ করেন তবে তাঁর ধর্মশহীদ মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না। ৪র্থ শতাব্দীতে সাধু জেরোম ও পরবর্তীতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ত্যুরস-এর সাধু গ্রেগরী প্রকাশ করেন যে, খুব সম্ভবত সেপ্তিমুস সেভেরুসের রক্তক্ষয়ী নির্যাতনের সময় তিনি শহীদ মৃত্যুবরণ করেন যা ২০২-২০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। রোমান কাথলিক মণ্ডলীতে ২৮ জুন এবং বাইজেন্টাইন ঐতিহ্যের প্রাচ্য কাথলিকগণ ও প্রাচ্য অর্থডক্স মণ্ডলীসমূহে ২৩ আগস্ট সাধু আইরেনিয়াসের পর্ব পালন করা হয়। তিনি হলেন কাটেখিস্ট (ধর্মশিক্ষক ও প্রচারক) ও Apologists অর্থাৎ নৈয়ায়িকদের (যুক্তিতর্ক দ্বারা খ্রিস্টধর্ম সমর্থক) স্বর্গীয় প্রতিপালক সাধু।

আইরেনিয়াসের অবদান ও শিক্ষা

প্রথম কয়েক শতাব্দীতে খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিভিন্ন ভ্রান্তমত (heresy) প্রচলিত ছিল। এই ভ্রান্তমতগুলো হচ্ছে মণ্ডলীর গায়ে ক্ষতস্বরূপ। আইরেনিয়াস ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে নানা গ্রন্থ লিখেন। তিনি মূলত তাঁর অসাধারণ লেখনীর জন্য সুপরিচিত। তিনি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর জন্য অনেক অবদান রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন মহান ঐশতত্ত্ববিদ। আইরেনিয়াস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Adversus Haereses (Against Heresies)-এর জন্য সমধিক পরিচিত। এছাড়াও তিনি আরও বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন কিন্তু কালক্রমে বেশ কিছু গ্রন্থ হারিয়ে গেছে। Adversus Haereses (Against Heresies) গ্রন্থে তিনি যুক্তি দিয়ে জ্ঞেয়বাদীদের (Gnosticism) মত খণ্ডন করেন এবং এই ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি তাদের মতবাদ খণ্ডন করে খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক তিনটি স্তম্ভের উল্লেখ করেন যেগুলি হল: পবিত্র শাস্ত্র, পুণ্য ঐতিহ্য যা প্রেরিতশিষ্যদের কাছ থেকে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং প্রৈরিতিক উত্তরাধিকারের শিক্ষা। তিনি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষায় রোমের প্রাধান্যের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি মণ্ডলীতে প্রৈরিতিক ঐতিহ্য ও প্রৈরিতিক উত্তরাধিকারের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি চাইতেন খ্রিস্টমণ্ডলী যেন পবিত্র আত্মার ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে, স্থানীয় ভক্তমণ্ডলী যেন প্রেরিতদূত পিতর ও পল প্রবর্তিত রোমীয় আদিমণ্ডলীর সাথে যুক্ত হয়ে থাকে।

প্রৈরিতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইরেনিয়াস Adversus Haereses- তে উল্লেখ করেছেন: "এটা প্রত্যেক মণ্ডলীতে.. সকলের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে, যারা সত্যকে দেখতে চায়, সমগ্র জগৎ জুড়ে প্রকাশিত প্রেরিতদূতদের ঐতিহ্য যারা স্পষ্টভাবে ধ্যান করতে চায়; আর আমরা এমন এক অবস্থায় রয়েছি যেখান থেকে আমরা প্রেরিতদূতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মণ্ডলীর বিশপদের এবং ...আমাদের নিজেদের সময় পর্যন্ত এইসব ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার গণনা করতে পারি... । এই ব্যক্তিদের কাছে (প্রেরিতদূতগণ) তাদের নিজেদের শাসনভার প্রদান ক'রে প্রত্যাশা করেছিলেন যে, এই ব্যক্তিগণ যাদেরকে তারা তাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে যাচ্ছেন, তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং সবদিক দিয়ে ত্রুটিহীন হবেন; এই ব্যক্তিগণ যদি তাদের ভূমিকা সদ্‌ভাবে সম্পাদন করেন তাহলে মহা আশীর্বাদ হবে, কিন্তু তারা যতি পতিত হন তাহলে সবচেয়ে শোচনীয় দুর্ভোগ হবে" (Adversus Haereses, III, 3, 1: PG 7, 848)। প্রৈরিতিক উত্তরাধিকারের পারস্পরিক এই যোগসূত্রকে প্রভুর বাণীর স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা হিসেবে ইঙ্গিত করে আইরেনিয়াস এরপর সেই মণ্ডলীর উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন যা, "খুবই মহান, খুবই প্রাচীন ও বিশ্বজনীনভাবে পরিচিত মণ্ডলী, যা সবচেয়ে মহিমাময় দুইজন প্রেরিতদূত, পিতর ও পলের দ্বারা রোমে প্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত হয়েছিল"। তিনি মণ্ডলীর বিশ্বাসের ঐতিহ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যা মণ্ডলীর মধ্যে প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে বিশপদের উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে নেমে আসে। এভাবে আইরেনিয়াস দেখান যে, রোমের মণ্ডলীর বিশপীয় উত্তরাধিকার হয়ে উঠে প্রৈরিতিক বিশ্বাসের অভগ্ন হস্তান্তরের চিহ্ন, মানদণ্ড ও নিশ্চয়তা যেহেতু প্রেরিতিক ঐতিহ্য ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে...

(Cf. Adversus Haereses, III, 3, 2: PG 7, 484)।

সুতরাং রোমের মণ্ডলীর সঙ্গে মিলনের ভিত্তিতে প্রতিপন্ন প্রেরিতিক ঐতিহ্য হচ্ছে একই প্রৈরিতিক বিশ্বাসের ঐতিহ্যে স্থানীয় মণ্ডলীর স্থায়িত্বের মানদণ্ড, যা সূচনালগ্ন থেকেই আমাদের কাছে প্রণালীর মধ্য দিয়ে চলে এসেছে: এই ব্যবস্থায় এবং এই উত্তরাধিকারের দ্বারা প্রেরিতদূতদের মাণ্ডলিক ঐতিহ্য ও সত্যের প্রচার আমাদের কাছে নেমে এসেছে। আর এটাই সর্বাধিক অপরিমেয় প্রমাণ যে, এক ও অভিন্ন জীবনদায়ী সত্যই রয়েছে, যা প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে শুরু ক'র আজ অবধি মণ্ডলীতে সংরক্ষিত রয়েছে এবং তা সত্যসম্মতভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে (Adversus Haereses, III, 3, 3: PG 7, 851)।

সাধু আইরেনিয়াস পবিত্র বাইবেলের প্রামানিক গ্রন্থ তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই তাঁর শিক্ষায় চারটি মঙ্গলসমাচারের প্রমাণসিদ্ধতা (Canonicity) তুলে ধরেন। তাঁর সুদক্ষ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি খ্রিস্টধর্মের দু'টি প্রধান বিশ্বাস তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম তত্ত্বটি হল খ্রিস্টধর্মের একেশ্বরবাদ সম্পর্কে: প্রাক্তন সন্ধিপর্বে ইহুদিরা যে একেশ্বরকে আরাধনা করতেন এবং নব সন্ধিপর্বে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যে পিতা পরশ্বেরকে আরাধনা করেন, তিনি একই ঈশ্বর। দ্বিতীয় তত্ত্বটি হল: দ্বিতীয় ঐশব্যক্তি অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট সত্যিকার রক্তমাংসের মানুষ হলেন। তিনি খ্রিস্টের মানবত্ব ও ঐশত্বের পক্ষে বিভিন্ন লেখনী দ্বারা যুক্তি উপস্থাপন করেন।

সাধু আইরেনিয়াস ঐক্য পুনরুদ্ধারেও কাজ করেছেন ও অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯০ খ্রিস্টাব্দে শান্তি স্থাপনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পোপ ১ম ভিক্টর (১৮৯-১৯৯ খ্রিস্টাব্দ) যিনি ছিলেন রোমের প্রথম লাতিনভাষী বিশপ প্রাচ্যের এশিয়া মাইনরের একদল খ্রিস্টান যারা ইহুদিদের পাস্কা উৎসবের (Jewish Passover) দিন অর্থাৎ ইহুদী প্রথানুসারে নিশান মাসের ১৪ তারিখ খ্রিস্টের পুনরুত্থান উৎসব পালন করেছিল তাদের মণ্ডলীচ্যুত করতে প্রয়াসী হন। কারণ পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানরা ইহুদিদের পাস্কা উৎসবের পরবর্তী রবিবার খ্রিস্টের পুনরুত্থান বা ইস্টার পালন করত। আইরেনিয়াসের হস্তক্ষেপে এ বিতর্ক বন্ধ হয় এবং তাদের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। তিনি এই মনোভাব পোষণ করতেন যে, ঐতিহ্যের বিচিত্রতা বিশ্বাস বিপন্ন করে না এবং ঐক্যের পথে বাধা তৈরি করে না।

আইরেনিয়াস মণ্ডলী কর্তৃক সর্বশেষ ঘোষিত আচার্য

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস গত বছর অর্থাৎ ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সাধু আইরেনিয়াসকে খ্রিস্টমণ্ডলীর ৩৭তম আচার্য (Doctor of the Church) হিসেবে ঘোষণা করেন। মণ্ডলী এই উপাধি 'আচার্য' ('Doctor of the Church') সেই সব সাধু-সাধ্বীদের দিয়ে থাকেন যাদের ধর্মতত্ত্বগত রচনা একাধারে সত্য (true) ও চিরন্তন (timeless) বলে বিবেচিত হয়। প্রতি বছর ১৮-২৫ জানুয়ারি খ্রিস্টমণ্ডলীতে ঐক্যের জন্য সপ্তাহব্যাপী প্রার্থনা করা হয় যা 'খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহ' হিসেবে পরিচিত। গত বছর অর্থাৎ ২০২২ খ্রিস্টাব্দের খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য প্রার্থনা সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ২১ জানুয়ারি সাধু আইরেনিয়াসকে পোপ মহোদয় "ঐক্যের আচার্য" ("Doctor Unitatis") অর্থাৎ "Doctor of Unity" উপাধি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে মণ্ডলীর একজন আচার্য রূপে ঘোষণা করেন। এর পূর্বে পোপ মহান সাধু লিওকে (৪৪০-৪৬১ খ্রিস্টাব্দ) অনুরূপ উপাধি "মণ্ডলীর ঐক্যের আচার্য" ("Doctor Unitatis Ecclesiae") অর্থাৎ "Doctor of Church's Unity" প্রদান করা হয়েছিল। সাধু আইরেনিয়াস প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের মধ্যে একতার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। পোপ ফ্রান্সিস ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি সাধু আইরেনিয়াসকে আচার্য ঘোষণা সংক্রান্ত তাঁর সাক্ষরিত নির্দেশনায় বলেন, "এমন মহান শিক্ষকের শিক্ষা ও তত্ত্ব যেন অধিকতরভাবে প্রভুর সকল শিষ্যদের পূর্ণ মিলনের পথে উৎসাহিত করে।" তিনি আরও লিখেন, "সাধু আইরেনিয়াস যিনি প্রাচ্য (East) থেকে এসেছিলেন, বিশপীয় সেবাদায়িত্ব অনুশীলন করেছিলেন পাশ্চাত্যে (West)। তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক ও ঐশতাত্ত্বিক সেতু।" "তাঁর নাম 'আইরেনিয়াস' প্রকাশ করে 'শান্তি' যা প্রভু থেকেই আসে এবং তা পুনর্মিলিত করে, ঐক্য পুনরুদ্ধার করে।" সাধু আইরেনিয়াসকে কাথলিক ও অর্থোডক্স - উভয় খ্রিস্টানরাই শ্রদ্ধা প্রদর্শন ক'রে থাকে। তিনি বিশ্বজনীন মণ্ডলীর উভয় ফুসফুস (প্রাচ্য ও প্রাশাত্য) দ্বারাই সম্মানিত হয়ে থাকেন এবং উভয়ই তাঁকে মহান শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, সাধু আইরেনিয়াস হলেন ধর্মশহীদদের মধ্যে মণ্ডলীর প্রথম ও ফ্রান্স দেশ থেকে পঞ্চম আচার্য। সাধু আইরেনিয়াসের পূর্বে ফ্রান্স থেকে সাধু বার্ণার্ড, সাধু হিলারী, সাধু ফ্রান্সিস দ্য সেলস্ এবং লিজিয়ের সাধ্বী তেরেজাকে (ক্ষুদ্রপুষ্প তেরেজা নামেই অধিক পরিচিত) 'মণ্ডলীর আচার্য' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সাধু আইরেনিয়াসকে কাথলিক ও অর্থোডক্স ঐশতত্ত্ববিদদের যৌথ দলের প্রতিপালক হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছে যারা এই দুই মণ্ডলীর মধ্যকার সংলাপের ক্ষেত্রে বর্তমান সমস্যা ও বাধাসমূহ সমাধান ও দূরীকরণে কাজ করছে।

সাধু আইরেনিয়াস মণ্ডলীর প্রথম দিকের একজন সাধু হলেও তাঁর আদর্শ ও উদাহরণ বর্তমান যুগেও প্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার বিভিন্ন দলিল ১৪ বার সাধু আইরেনিয়াসের শিক্ষা উল্লেখ করেছে এবং কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২৯ বার তাঁর শিক্ষার উদ্ধৃতি করেছে। তাঁর জীবন ও আদর্শ পুনরাবিষ্কার ক'রে ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মণ্ডলীতে আরো অনেকেই যেন অতীতের ভুল-ভ্রান্তি, ভুল বোঝাবোঝি থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে সেতুস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে এবং মণ্ডলীতে মিলন, শান্তি, পারস্পারিক ভালোবাসা, অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এই কামনা করি। এই মহান গুরুর শিক্ষা খ্রিস্টানদের পূর্ণ মিলনের পথে উৎসাহিত করুক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

1. FARMER, David Hugh: The Oxford Dictionary of Saints, 2nd ed., Oxford, Oxford Dictionary Press, 1987.
2. MARES, Courtney: Pope Francis declares St. Irenaeus 'Doctor of Unity', Catholic News Agency, Vatican City, Jan 21, 2022.
3. পোপ ১৬শ বেনেদিক্ট: সূচনালগ্নের খ্রীষ্টমণ্ডলী, প্রেরিতদূতগণ ও তাদের সহযোগীবৃন্দ, ফাদার তুষার জেমস্ গমেজ (অনুবাদক) ও ফাদার সিলভানো গারেল্লো (সম্পাদিত), যশোর, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২০১১।
4. Internet.

বিশেষ ঘোষণা

সকল মুসলিম ভাই-বোনসহ সকলকে পবিত্র ঈদু-উল-আযহা এর প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক। ঈদের ছুটির কারণে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র (২ - ৮ জুলাই) সংখ্যা প্রকাশ পাবে না। তাই পরবর্তী সংখ্যা যথারীতি প্রকাশ হবে ৯ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে। **- সম্পাদক**

প্রিয় বন্ধু যিশু

ব্রাদার শিমিয়ন রংখেং সিএসসি

একি বিধবা মা, তার এক ছেলেকে নিয়ে ছোট্ট একটা পাহাড়ি জায়গায় বাস করতো। তারা ছিল গরীব। গরীব বলে গ্রামের অনেকেই তাদের ভালবাসতোনা। এমনকি ছেলেটির স্কুলের বন্ধু-বান্ধব এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। কিন্তু সেই বিধবা আর ছোট্ট ছেলেটা তাদের প্রতি কোন অভিযোগ করতোনা। বরং তারা তাদের প্রতিবেশীদের মঙ্গল কামনা করে যিশুর কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করতো, যাতে তাদের মন পরিবর্তন হয়। যিশুও সেই বিধবা মা আর ছেলেটার প্রতি সহায় ছিল। একদিন ছেলেটা স্কুল থেকে ফিরে আসার সময় একা হয়ে গেলো কেননা তার বন্ধু-বান্ধবীরা আজ তাকে একা রেখে চলে গেছে। তার মনে ভয় কাজ করতে লাগলো সে কিভাবে একা এই পাহাড়ী পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি যাবে। সে তার বন্ধু যিশুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ এক বুড়ো মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করলো "বাবা তুমি কি এই রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছ? আমিও এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছি, চল বরং আমরা দু'জনে একসাথে গল্প করতে করতে যাই"। ছেলেটি খুব খুশি মনে সেই বুড়োটার সাথে সামনে হাঁটতে লাগলো। বাড়ি পৌছানোর পর ছেলেটির মনে হলো যে তার সাথে তো এক বুড়োও এসেছিল। সে পিছনে ফিরে তাকালো কিন্তু কাউকে সেখানে দেখতে পেলনা। কিন্তু সে বুঝতে পারলো তার বন্ধু যিশুই তাকে সাহায্য করেছে। একদিন ছেলেটি তার মাকে বললো যে, 'আজ তার প্রিন্সিপাল স্যারের জন্মদিন। সবাই তাদের প্রিন্সিপাল স্যারের জন্য দামী দামী উপহার নিয়ে যাবে তাই সে তার মাকে জিজ্ঞেস করলো "মা আমি আমার স্যারের জন্য কি উপহার নিয়ে যাব?" তার মা তখন খুব কষ্ট করে বাইরে থেকে ছোট্ট এক পাত্রে এক লিটার পরিমাণ দুধ ছেলেটার হাতে দিয়ে বললো " বাবা আমরা তো গরীব, তোমার প্রিন্সিপাল স্যারকে দামী উপহার দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই, তুমি বরং তাকে এই দুধটুকুই দিয়ো"। ছেলেটি মায়ের কথায় স্কুলে গেল। এদিকে ছেলেটির হাতে পাত্রে করে আনা দুধ দেখে স্কুলের তার বন্ধু-বান্ধবীরা, সকল ছাত্র-ছাত্রীরা এমনকি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তার প্রতি হাসি-তামাশা করতে লাগলো। সবাই তাদের দামী উপহারগুলো একে একে করে তাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে দিতে লাগলো আর এদিকে ছেলেটিও মাথা নিচু করে পাত্রে করে আনা দুধ স্যারকে উপহার দিলো। স্যারটি যেই দুধ অন্য পাত্রে ঢালতে যাবে, সে অবাক হয়ে গেলো যে ছোট্ট পাত্র থেকে দুধ শেষ হচ্ছেনা। অনেক অনেক বড় বড় পাত্র আনা হলো আর সেই পাত্রগুলোতেও দুধে কানায় কানায় ভরে গেল কিন্তু কোনভাবেই সেই ছোট্ট পাত্র থেকে দুধ আর শেষ হচ্ছেনা। সবাই অবাক হয়ে গেলো। তারা সবাই জানতে চাইলো যে কে এই দুধ তাকে দিয়েছে? ছেলেটি বললো-আমার বন্ধু যিশু"। তারা সবাই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো যে, তার বন্ধু যিশু কোথায় থাকে? পরে ছেলেটি তাদের কে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেল আর তার বন্ধু যিশুকে ডাকতে লাগলো। কিন্তু সেখান থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠলো "যারা আমাকে বিশ্বাস করেনা আর মানুষকে ভালবাসে না, হাসি-তামাশা করে, মানুষকে ছোট করে দেখে, তাদের আমি পছন্দ করিনা আর দেখাও দেইনা। প্রিয় বন্ধুগণ, আসুন আমরা সব শ্রেণীর, জাতি-বর্ণের বা গোষ্ঠীর মানুষকে ভালবাসি, সম্মান করি এবং মিলেমিশে একসাথে সুন্দর জীবন গড়ি তাহলেই তো আমাদের সবার প্রিয় বন্ধু যিশু খুশি হবেন; কেননা যিশু নিজেই বলেছেন "আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, ঠিক তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাসবে।"

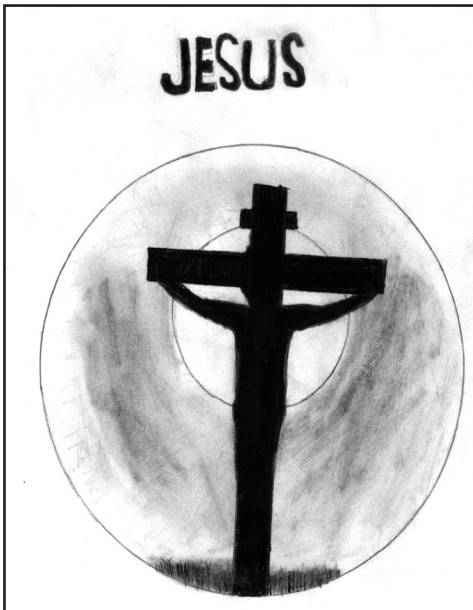

মার্ক মেঘ কোড়াইয়া
বাচা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, তৃতীয় শ্রেণি

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

যিশু হৃদয়

শ্রাবণ নিকোলাস কস্তা

হে যিশু হৃদয়
তুমি পবিত্র হৃদয়,
আমি যখন তোমার কাছে আসি
আমি পাই তখন জ্ঞান আলো;
হে যিশু নম্র হৃদয়
তোমার কাছে যখন আমি কিছু চাই
তুমি সর্বদাই আমায় দিয়ে থাক।
বিপদে আপদে সর্বদাই আছ আমার পাশে
তোমায় পেলে আমার হৃদয় আনন্দে
হাসে।
তুমি আমার রক্ষাকবচ
আসি আমি সর্বদাই তোমার কাছে
সুখে আছ দুঃখে আছ
আছ মোর পাশে
তোমার সাধনায় সাধক হব
তোমায় কাছে পেয়ে।
হৃদয় আমার তোমার তরে
নীরবে করে যে ধ্যান
তোমার কোমল হৃদয়
আমাদের জন্য সর্বদাই যেন কাছে রয়।

বিশ্ব বাবা দিবস

দিপালী এম গমেজ

বাবা,
আমাকে জন্ম দিয়ে তুমি,
দিয়েছ সন্তানের স্বীকৃতি।
তুমি ছিলে আমাদের
আশা ভরসা আর,
ভালবাসার আবাসস্থল।
ছিলে তুমি পথ চলার
শক্তি আর নির্দেশক।
আমার শিশু কালের
প্রথম কথা বলার
ডাক ছিল বাবা।
সেই ডাকে তোমাকে
করেছিল বিমোহিত।
আর তোমার স্বপ্ন হয়েছিল সার্থক।
আজ তুমি নেই
মোদের মাঝে,
তোমার সকল স্মৃতি
প্রতিক্ষণে
ব্যথা হয়ে হৃদয়ে বাজে।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্রনংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২২-২০২৩/৭৯৩ তারিখ ঃ ১৮ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুলের জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	সহকারী প্রধান শিক্ষক	০১	অনুর্ধ্ব ৪০ বছর	পুরুষ/ নারী	আলোচনা স্বাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন বিভাগে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পাশ হতে হবে। - মাস্টার্স ডিগ্রী পাশ ও বি.এড./এম.এড. সম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্কুল পরিচালনা করার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। - ক্লাস রুটিন, পাঠ পরিকল্পনা তৈরী ও শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি ও পাঠদানের বাস্তব জ্ঞান এবং পারদর্শী হতে হবে। - বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আনুযায়ী সৃজনশীল পাঠদান পদ্ধতি, জাতীয় কারিকুলাম ও ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর সিলেবাস এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। - থানা শিক্ষা অফিস, মাউশিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সাথে কার্যকরি যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। - স্কুলের উন্নতিকল্পে ও শিক্ষার মান উন্নয়নে কৌশলগত পরিকল্পণা প্রণয়ন করা। - ছাত্র-ছাত্রীদের কাউন্সিলিং করা ও মূল্যায়ন করাসহ শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি মূল্যায়নে পারদর্শী হতে হবে। - বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা (চিত্রাংকন, বার্ষিক ক্রিয়া, বির্তক ইত্যাদি) আয়োজনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - এম এস অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট) পারদর্শী হতে হবে। - বাংলা ও ইরেজি টাইপের দক্ষতা থাকতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

শর্তাবলী:-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসমস্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভাল ভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটো কপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী, ভাল ব্যবহার এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
০৬। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৭। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রাথীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদেও আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৮। এই নিয়োগবিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
০৯। আবেদনপত্র আগামী ০৬ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
১০। ইতিমধ্যে 'সহকারী প্রধান শিক্ষক' পদে আবেদনকৃত প্রার্থীদের পুনরায় আবেদন না করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
১১। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারী, দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদন পত্র পাঠানোর ঠিকানা

লিটন টমাস রোজারিও
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন,
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

বিজ্ঞ/২০৮/২৩

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্রনং: দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২২-২০২৩/৭৯৪ তারিখ : ১৮ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুলের জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	শিক্ষক (বিজ্ঞান)	০১	অনুর্ধ্ব ৩০-৪৫ বছর	পুরুষ/ নারী	আলোচনা স্বাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পাশ হতে হবে। - মাস্টার্স ডিগ্রী (বিজ্ঞান বিভাগ) পাশ ও বি.এড./ এম.এড. সম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। - এম এস অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট) পারদর্শী হতে হবে। - বাংলা ও ইরেজি টাইপের দক্ষতা থাকতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

শর্তাবলী:-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসমস্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভাল ভাবে চেনেন)।

০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

০৪। চারিত্রিক সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটো কপি সংযুক্ত করতে হবে।

০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী, ভাল ব্যবহার এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

০৬। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

০৭। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

০৮। এই নিয়োগবিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

০৯। আবেদনপত্র আগামী ০৬ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

১০। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারী, দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদন পত্র পাঠানোর ঠিকানা

লিটন টমাস রোজারিও
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন,
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

বিজ্ঞ/২০৯/২৩

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস

হার্নিয়া অপারেশনের নয় দিন পর শুক্রবার সকালে হাসপাতাল ছেড়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। হাসপাতাল ছেড়ে ভাতিকান ফিরে যাচ্ছেন তিনি। ব্যস্ত গ্রীষ্মকে সামনে রেখে তার স্বাস্থ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে।

পোপ ফ্রান্সিস (৮৬) একটি হুইলচেয়ারে রোমের জেমেল্লি হাসপাতাল ছেড়েছেন। ছাড়ার পথে প্রধান প্রবেশদ্বারে সাংবাদিক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশে হাত নেড়ে আগে থেকে অপেক্ষা করা গাড়িতে চড়েন তিনি।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ফ্রান্সিস হিপ সমস্যা, হাঁটুতে ব্যথা, ওজন বৃদ্ধি থেকে স্ফীত কোলন এবং শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণসহ একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। পূর্ববর্তী অস্ত্রোপচারের দাগের জায়গায় একটি বেদনাদায়ক হার্নিয়া অপসারণের জন্য ৭ জুন পোপ মহোদয়কে সাধারণ চেতনানাশক (জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া) দিয়ে তিন ঘণ্টার অপারেশন করা হয়। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এ নিয়ে তিনি তৃতীয়বার হাসপাতালে ভর্তি হলেন। চিকিৎসকরা বলেন, অপারেশনের পরে জেগে ওঠে পোপ মহোদয় প্রফুল্লতা প্রকাশ করেন, মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে রসিকতা করেন। ভাতিকান পোপের নিরাময়ের জন্য সময় দিতে ১৮ জুন পর্যন্ত পোপ মহোদয়ের শ্রোতাদের বক্তব্য শোনা বাতিল করেছিল। তবে রোমের জেমেল্লি হাসপাতালে তাঁর স্যুট থেকে পোপ মহোদয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গত শুক্রবার (১৬/০৬) পোপ মহোদয় ভাতিকান প্যালেসে ফিরে এসেছেন। তবে জেমেল্লিতে শেষ দিনটিতে পুণ্যপিতা হুইলচেয়ারে ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছেন এবং তার দেখাশোনা করা ডাক্তার ও নার্সদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিশপ সিনড 'কর্ম পরিচালনে সহচর' নথিটি বৈচিত্র্য গ্রহণকারী মণ্ডলীকে স্বাগত জানাতে অনুরোধ করছে

বিশপ সিনডের জেনারেল সেক্রেটারী গত ২০ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে 'কর্ম পরিচালনে সহচর' নামে একটি নথিটি প্রকাশ করছে যা অক্টোবর ২০২৩ ও অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে রোমে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ সমাবেশের কাজকে পরিচালনা করবে। ৬০ পৃষ্ঠার এই দলিলটিতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় মণ্ডলীর অভিজ্ঞতা অনুর্ভুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে যেসকল চার্চ যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, যে অর্থনৈতিক অবস্থা শোষণ, অন্যায্যতা ও অপচয় সৃষ্টি করে সেগুলোর কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেসকল মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা সাক্ষ্যমরের যন্ত্রণা বহন করে, যে সকল দেশে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা সংখ্যালঘু অথবা যেখান থেকে তারা বিতাড়িত হচ্ছে। যৌন কেলেংকারী, ক্ষমতা ও বিবেকের অপব্যবহারে যে সকল চার্চ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে এবং যে ক্ষত উত্তর ও পরিবর্তন প্রত্যাশা করে। যেসকল চার্চগুলো ভয়হীন চিত্তে যেকোনো মূল্যে সিনোডাল লক্ষ্যে সম্পৃক্ত হয় - তাদের সকলের কথা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে দলিলটিতে। 'কর্ম পরিচালনে সহচর' নথিটি বিশপ সাধারণ সভা চলাকালে এবং সভায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতিপর্বেও সহায়তা দান করবে। আসলে 'কর্ম পরিচালনে সহচর' এর উদ্দেশ্য নয় দলিল তৈরি করা কিন্তু মণ্ডলীর প্রেরণকাজের জন্য আশার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করা।

উগাণ্ডায় নৃশংস হত্যার শিকার ছাত্রদের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনা

গত ১৮/৬ তারিখে দূত সংবাদ প্রার্থনায় পোপ মহোদয় প্রত্যেককে শান্তির জন্য প্রার্থনার আহ্বান করেন এবং পশ্চিম উগাণ্ডার একটি স্কুলে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে নিহত ছাত্রদের আত্মার কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করেন।

উগান্ডার একটি আবাসিক স্কুলে ৪০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। হামলাকারীরা স্কুল চত্বরে এসে এলোপাতাড়ি গুলি চালানোর পাশাপাশি স্কুলটির ছাত্রাবাস জ্বালিয়ে দেয়, শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রীও লুটপাট করেছে। ১৬/৬ রাতে উগান্ডার পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর এমপন্ডওয়েতে এ ঘটনা ঘটে। প্রতিবেশি ডিআর কঙ্গোর সীমান্ত থেকে শহরটির দূরত্ব মাত্র দুই কিলোমিটার।

হামলায় বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছেন। তাদের মধ্যে আট জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। যে স্কুলে হামলা ঘটেছে, সেটি মাধ্যমিক স্কুল ছিল। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষার্থী।

তথ্যসূত্র: ডাকা টাইমস, vatican va

আরএনডিএম সিস্টারদের পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

"তোমরা জগতের সর্বত্র যাও বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার"। (মার্ক - ১৬: ১৫)

স্নেহের বোনেরা,

তোমাদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোমরা নিশ্চয় নিজেদের জীবন আহ্বান নিয়ে ভাবছো। ঈশ্বরের সেই ভালোবাসার ঐশ আহ্বানে সাড়া দানে তোমাদের সহযোগিতা করতে আমরা আওয়ার লেডি অফ দ্য মিশনস্ (আরএনডিএম) সিস্টারগণ **আগামী ৬ জুলাই হতে ১২ জুলাই ২০২৩** আরএনডিএম সিস্টারস্ হাউজ মোহম্মদপুরে **"এসো দেখে যাও"** কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এই কর্মসূচিতে যোগদান করে ঐশ্ব আহ্বান আরো স্পষ্ট করে বুঝতে ও সেই আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী বোনেরা বিশেষ করে যারা এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছ বা তর্দুধে পড়াশুনা করছ সে সকল আগ্রহী বোনদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

আগমন : ৬ জুলাই ২০২৩ (ঢাকা, মোহাম্মদপুর, সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত)
প্রস্থান : ১২ জুলাই ২০২৩
রেজিষ্ট্রেশন ফি : আলোচনা সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য ।

যোগাযোগের ঠিকানা

সিস্টার সাথী ফ্লোরেন্স কস্তা আরএনডিএম (০১৭২২৭৫১২৬৫)
প্রযত্নে: আরএনডিএম ফরমেশন হাউজ
গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যশনাল স্কুল, ২৪, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

সিস্টার সুর্বনা লুসিয়া ক্রুশ আরএনডিএম (০১৬২০৫১৪৮৮৪)
সেন্ট স্কালাসটিকাস্ কনভেন্ট, ৪১, ব্যান্ডেল রোড-৪০০০
পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম

বিজ্ঞ/২১০/২৩

মিরপুর ধর্মপল্লীতে মা দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও ▯ গত ১৪ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ছিল বিশ্ব মা দিবস। মা দিবস উপলক্ষে বিশেষ খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু। খ্রিস্টযাগের উপদেশে মা দিবসের ইতিহাস ও মায়েদের নিয়ে প্রাণবন্ত সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পরে সকল মায়েদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। শুরুতে মায়েদের জন্য সুন্দর নৃত্য উপস্থাপন করেন ধর্মপল্লীর ছোট ছোট মেয়েরা। পাল-পুরোহিত শুভেচ্ছা বক্তব্যে সকল মায়েদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এরপর মায়েদের ফুল ও টিফিন দেওয়া হয়। যে সকল মায়েদের সন্তানেরা খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিল সে সন্তানেরা নিজ নিজ মায়েদের হাতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। যে সকল মায়েদের সন্তানেরা উপস্থিত ছিল না তাদের অন্য ছেলেমেয়েরা ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরে মায়েদের মধ্য থেকে তিন জন মা ও তিন জন সন্তান তাদের অনুভূতি সহভাগিতা করেন॥

মিরপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও ▯ গত ২ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, মিরপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার পর্ব মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। একই সাথে ধর্মপল্লীর পাঁচ জোড়া দম্পত্তি তাদের বিবাহিত জীবনের জুবিলী উদ্‌যাপন করেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৯:০০ টায়। এ আনন্দঘন দিনে খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক **ফাদার তপন ডি' রোজারিও :** প্রধান পৌরহিত্যকারী যাজককে সহায়তা করেন পাল-পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু ও শ্রদ্ধেয় ফাদার লেনার্ড রিবেরু। সাথে আরও চার জন ফাদার, দুইজন ডিকন উপস্থিত ছিলেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে খ্রিস্টভক্তদের সাথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০ জন সিস্টার উপস্থিত ছিল। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে মিরপুর ধর্মপল্লী ছাড়াও অন্যান্য ধর্মপল্লী থেকে মা মারীয়া ভক্তবিশ্বাসীরা উপস্থিত ছিল। খ্রিস্টযাগের শুরুতে গির্জার বাইরে থেকে শোভাযাত্রা করে আরতিকন্যা, মোমবাতি ও ক্রুশ হাতে সেবক, বিবাহিত জীবনে জুবিলী উদযাপনকারী দম্পত্তিগণ, যাজকগণ গির্জায় প্রবেশ করে বেদীতে ধূপারতি, মা মারীয়ার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও ধূপারতি দিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু করেন। উপদেশে শ্রদ্ধেয় ফাদার যিশুর জীবনে মা মারীয়ার অবদান, শিষ্যদের জীবনে মা মারীয়ার অবদান, আমাদের জীবনে মা মারীয়ার অবদান, মা মারীয়ার বিভিন্ন গুণাবলী তুলে ধরেন এবং মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করার আহ্বান জানান। প্রতি নিয়ত আমাদের অন্তরে প্রেরিত গণের রাণী মারীয়ার ছবি অঙ্কন করার আহ্বান জানান। উপদেশের পরে পালপুরোহিত বিবাহিত জীবনে জুবিলী উদ্‌যাপনকারী দম্পত্তিদের বিবাহিত জীবনের প্রতিজ্ঞা নবায়ন করান। খ্রিস্টযাগের পরে পালপুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্পূর্ণ খ্রিস্টযাগ সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ফেইজবুক পেইজে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। খ্রিস্টযাগের পরে সকলকে টিফিন দেওয়া হয়। পরে ধর্মপল্লীর হলরুমে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধর্মপল্লীর বিভিন্ন বয়সের খ্রিস্টভক্তরা এতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সকলকে আনন্দে মাতিয়ে রাখেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরে খ্রিস্টভক্তের মাঝে দুপুরের খাবার বিতরণ করা হয়॥

কেল্লাবাড়ী ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি ▯ ০৯ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার কেল্লাবাড়ি ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস যৌথ ভাবে অতি আনন্দের সাথে উদ্‌যাপন করা হয়। "মূলসর: সিনডীয় মণ্ডলীতে শিশুরা: মিলন, অংশগ্রহণ এবং প্রেরণ দায়িত্ব"। কেল্লাবাড়ি ধর্মপল্লীর ছেলে-মেয়ে সংখ্যা ৩৬ জন ও সৈয়দপুর ধর্মপল্লীর ছেলে- মেয়ে সংখ্যা ১৮ জন, মোট ৫৪ জন ছেলে-মেয়ে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে

এনিমেটরগণ ছেলে-মেয়েদের ধর্মপল্লীতে নিয়ে আসেন। ছেলে-মেয়েদের নাম রেজিস্ট্রেশন, ধর্মক্লাশ, টিফিন শেষে স্লোগান দিয়ে গির্জার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন। এরপর নৃত্যের মাধ্যমে শোভাযাত্রা করে গির্জাঘরে প্রবেশ করেন। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার যোসেফ মুর্মু ও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের পিএমএস পরিচালক ফাদার জসীম ফিলিপ মূর্মূ ও ফাদার আগাপি বাস্কে। ফাদার জসীম উপদেশে বলেন, প্রতিদিন পবিত্র খ্রিস্টযাগে যোগদান করতে হবে। যিশুর বাণী মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, যিশু শিশুদের ভালোবাসেন তাই আমাদের সৎ ও ভালো ছেলে-মেয়ে হতে হবে। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর পবিত্র বাইবেল কুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। পবিত্র বাইবেল কুইজ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন পাল-পুরোহিত ফাদার যোসেফ মুর্মু ও ফাদার আগাপি বাস্কে। দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের পিএমএস পরিচালক ফাদার জসীম মূর্মূ উপস্থিত ফাদার, সিস্টার ও এনিমেটরদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অবশেষে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের পিএমএস পরিচালক ফাদার জসীম সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীর টাইম ক্যাপসুল স্থাপনানুষ্ঠান

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ▯ কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে টাইম ক্যাপসুল স্থাপন করা হয় সংস্থাটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে। ৬ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ও কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী, বিশেষ অতিথি ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া এবং পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর প্রিফেক্ট অব স্টাডি ও কারিতাস বাংলাদেশের সেক্রেটারি ফাদার লেনার্ড সি রিবেরু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সকল কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও ট্রাস্ট পরিচালকবৃন্দ, কেন্দ্রীয় অফিস ও সিডিআই-এর কর্মকর্তা ও কর্মীগণ।

অনুষ্ঠানে টাইম ক্যাপসুল-এর পরিচিতি তুলে ধরেন কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালক-সুক্লেশ জর্জ কস্তা। তিনি বলেন, 'টাইম ক্যাপসুলে রাখা হয় এমন কিছু জিনিস বা দ্রব্য যেন ভবিষ্যতে প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতত্ত্ববিদ বা ইতিহাসবিদরা সেগুলোর সহায়তায় গবেষণা করতে পারেন। এতে রাখা হয় বিশেষ অনুষ্ঠান বা জুবিলি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, গুরুত্বপূর্ণ নথি, ঐতিহাসিক দলিলাদি এবং ছবি যা প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে।'

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে রজত জয়ন্তীতে কারিতাস বাংলাদেশের প্রথম টাইম ক্যাপসুল স্থাপন করা হয়, তখন সেখানে স্থান পেয়েছে সংস্থার নিজস্ব বিমানের যন্ত্রাংশ, মডেল সাইক্লোন শেল্টার, পায়খানার মডেল স্লাব, কারিতাস বাংলাদেশের প্রথম মিটিং মিনিটস, প্রথম ব্রশিউর, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক প্রতিবেদনসহ ৭০ ধরনের দ্রব্য। সেটি গত বছর অক্টোবরে উত্তোলন করা হয়েছিল। সেগুলা পুনরায় আবার টাইম ক্যাপসুলে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া এ বছর টাইম ক্যাসপুলে সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে রাখা হয়েছে সংস্থার সুবর্ণজয়ন্তীতে প্রকাশিত স্মরণিকাসমূহ, আদিবাসী জনগণের নিজস্বভাষায় পাঠ্য পুস্তক, ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরি, পোস্টার ও লিফলেট, পানি বিশুদ্ধকরণে কারিতাস বাংলাদেশের উদ্ভাবনী জলের ডাক্তার, লিফলেট ও বোতল, জুবিলীর পদক, টি শার্টসহ ইত্যাদি ৯০ ধরনের দ্রব্য। উল্লেখ্য টাইম ক্যাপসুলে কারিতাসের কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও ট্রাস্ট অফিসের দ্রব্যাদি/নথি স্থান পেয়েছে।

টাইম ক্যাপসুল স্থাপনানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী বলেন, 'আজকে যে টাইম ক্যাপসুল স্থাপন করা হবে, সেটি ভবিষ্যতে ভ্রাতৃত্বের নতুন পথ তৈরি করতে আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে। আমরা চাইবো, অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা নিয়ে আগামীর নতুন পথ চলতে যেন ভ্রাতৃত্বের নতুন দিকদর্শন ও নতুন পথ আবিষ্কার করতে পারি। সেই পথে যেন আমরা সবাই মিলে এক সাথে পথ চলতে পারি।'

কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'টাইম ক্যাপসুল আমার নিকট একটি কালের সাক্ষী। এর মধ্য দিয়ে একটি সংস্থার কী ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে সেটা বোঝা যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই টাইম ক্যাপসুল অনেক নতুন নতুন তথ্য দিবে।'

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কারিতাস বাংলাদেশের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া ও পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর প্রিফেক্ট অব স্টাডি ও কারিতাস বাংলাদেশের সেক্রেটারি ফাদার লেনার্ড সি রিবেরু, সিডিআই পরিচালক থিওফিল নকরেক, কারিতাস ময়মনসিংহের আঞ্চলিক পরিচালক অপূর্ব স্রং, জুনিয়র এ্যাকাউন্টস্ অফিসার জিনিয়া মারীয়া পালমা। তাঁরা সকলে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্বাক্ষী হতে পেরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। শুরুতে প্রার্থনা পরিচালনা করেন এ্যাকাউন্টস ইন-চার্জ এ্যাডলিন কোড়াইয়া, সঞ্চালনায় ছিলেন হোমস এন্ড কমিউনিটির সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার স্নেহা রেড্ডী। শেষে ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালক-অর্থ ও প্রশাসন রিমি সুবাস দাশ॥

সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লী, নাগরীতে উপাসনা বিষয়ক সেমিনার

ফাদার বিশ্বজিৎ বার্ণার্ড বর্মন ▯ গত ২ জুন, ২০২৩ খিস্টাব্দ, শুক্রবার নাগরী সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লীর উদ্যোগে দোম আন্তনীও পালকীয় সেবাকেন্দ্রে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের উপাসনা বিষয়ক কমিশনের আয়োজনে 'খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা ও খ্রিস্টযাগের সঠিক রীতি-নীতি' এই মূলসুরের আলোকে মোট ৯০ জন এর অংশগ্রহণে অর্ধদিবস ব্যাপি সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারটি শুরু হয় সকাল ৯:০০ টায় সম্মিলিত প্রার্থনার মধ্যদিয়ে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৫ জন ফাদার ৫ জন সিস্টারসহ নাগরী ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত ৯০ জন বিশ্বাসী খ্রিস্টভক্তগণ। সেমিনারের প্রধান বক্তা

ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার ইউজিন জে আনজুস সিএসসি। তিনি উপাসনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য, উপাসনার অর্থ, উৎপত্তি, সঠিক রীতি-নীতি অতি নিখুঁতভাবে সহজ-সরলভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দেন। অন্যদিকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের উপাসনা কমিশনের সমন্বয়কারী শ্রদ্ধেয় ফাদার রুবেন গমেজ 'রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের কাঠামো' নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেন। খুবই আনন্দের বিষয় যে, সেমিনারটিতে যে প্রশ্নপর্ব রাখা হয় সেখানে অনেকেই এই প্রশ্নপর্বে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অনেক সময় ধরে প্রশ্নপর্ব চলতে থাকে। ফাদারগণ সুন্দরভাবে প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দেন। এছাড়াও সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের উপাসনা কমিশনের সেক্রেটারি শ্রদ্ধেয় ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও, আঠারোগ্রাম অঞ্চলের প্রতিনিধি শ্রদ্ধেয় ফাদার শিশির ডমিনিক কোড়াইয়া, ভাওয়াল অঞ্চলের প্রতিনিধি শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মেরী ইনেস এসএমআরএ ও নাগরী ধর্মপল্লীর সহকারী পালপুরোহিত ফাদার বিশ্বজিৎ বার্ণার্ড বর্মন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নাগরী ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ এর নামে সহকারী পালপুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও অংশগ্রহণকারীর মধ্য থেকে একজন মা যারা সেমিনারটি আয়োজন করেছেন তাদেরকে ফুল ও কার্ড এর মধ্যদিয়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন॥

বনপাড়া ধর্মপল্লীতে সাধু আন্তনীর পর্ব উদযাপন

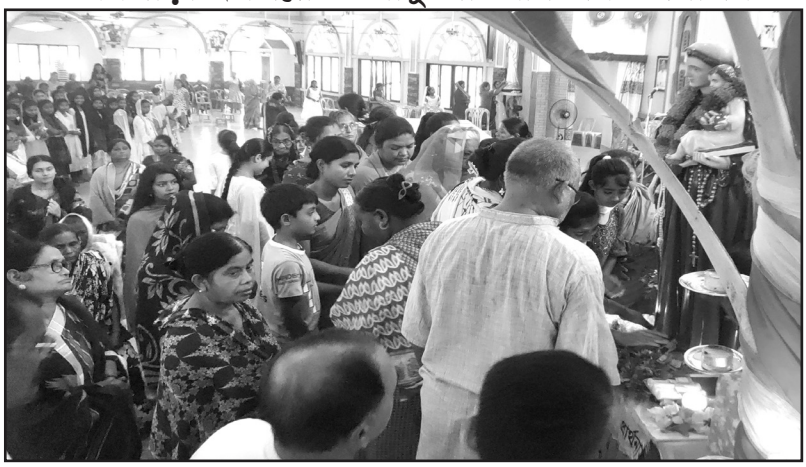

ডানিয়েল রোজারিও ▯ ১৬ জুন বনপাড়া ধর্মপল্লীতে মহাসমারোহে সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বের প্রস্তুতি স্বরূপ নয়দিন নভেনা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ এবং আগের দিন সাধু আন্তনীর পালা গান করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মাউসাইদ ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার ডমিনিক সেন্টু রোজারিও এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশ নেন পালপুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা এবং আরও অনেকজন ফাদার। ফাদার ডমিনিক সেন্টু রোজারিও তার উপদেশ বাণীতে বলেন, "আমাদের সকলের উচিত সমস্ত প্রতিপালক সাধু/ সাধ্বীর পর্ব উদযাপন করা এবং তাদের মধ্যস্থতা কামনা করে প্রার্থনা করা। সাধু আন্তনী সারাবিশ্বে অনেক জনপ্রিয় একজন সাধু। তিনি গর্ভবতী নারী, স্বামী-স্ত্রীর ভালো সম্পর্ক এবং আরো অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন। আমরা কি তার কাছে আশীর্বাদ কামনা করে প্রার্থনা করি? সাধু আন্তনী আমাদের সকলকে আশীর্বাদ দান করুন। তিনি শুধু যিশুকেই কোলে নেননি কিন্তু মা - মারীয়ার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। তাই তিনি মা- মারীয়ার নামে উক্তি করে বলেছিলেন মা মারীয়ার নামটি অনেক মধুর। আজও তার জিহ্বা অবিকল রয়েছে যা এক অলৌকিক কর্ম।"

খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী আন্তনীভক্ত একজন সেমিনারীয়ান রক্তিম রায় বলেন, "আমি ছোটবেলায় সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করে এক জটিল সমস্যার সমাধান পেয়েছি তাই সাধু আন্তনীকে আমি অনেক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করি।"

আরেকজন যুবতী সুলেখা গমেজ বলেন, "আমার বিবাহের ৪ বছর পর সাধু আন্তনীর কাছে মানত করে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেই। এর পর থেকে সাধু আন্তনীকে আমি অনেক ভক্তি করি এবং তার পর্বে অংশগ্রহণ করি।"

খ্রিস্টযাগের পর পালপুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা সকলকে পর্বীয় শুভেচ্ছা জানান এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। পরিশেষে পর্বীয় বিস্কুট আশীর্বাদ ও বিতরণ করা হয়॥

লোহানিপাড়া ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি ▯ ২৯ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার লোহানিপাড়া ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। "মূলসর: সিনডীয় মণ্ডলীতে শিশুরা: মিলন, অংশগ্রহণ এবং প্রেরণ দায়িত্ব"। বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত মোট ৮৯ জন ছেলে-মেয়ে, এনিমেটরগণ ৯ জন, ফাদার ৪ জন, সিস্টার ১জন। সকলের সহযোগিতায় সারাদিন ব্যাপি অনুষ্ঠান করা হয়। ছেলে-মেয়েদের নাম রেজিস্ট্রেশন, ধর্মক্লাশ, খেলাধুলা, স্লোগান ও র‍্যালির পরপরই ছেলে- মেয়েদের টিফিন দেওয়া হয়। এরপর ছেলে- মেয়েদের নিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের পিএমএস পরিচালক ফাদার জসীম ফিলিপ মূর্মূ, পাল-পরোহিত ফাদার রুবেন হাঁসদা, সহকারী ফাদার বাবুরাম হাঁসদা ও ফাদার কালুশ টপ্পা। ফাদার জসীম উপদেশে বলেন আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তোমরা মণ্ডলীর ও পিতা- মাতার আশার আলো তাই তোমাদের সৎ ও ভালো ছেলে-মেয়ে হতে হবে। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর পবিত্র বাইবেল কুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। পবিত্র বাইবেল কুইজ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন পাল-পুরোহিত ফাদার রুবেন হাঁসদা ও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের পিএমএস পরিচালক ফাদার জসীম মূর্মূ। ফাদার জসীম সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, এবং দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উৎসব

ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন সিএসসি ▯ তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম" এই পতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে যথাযোগ্য মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্যতা ও উৎসাহ উদ্দীপনায় বিগত ১৭ জুন মুক্তিদাতা হাইস্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১৬২তম এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্ম জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাণের স্পদন উৎসারিত হয় যা ছিল দৃষ্টি নন্দন । সকলের স্বতস্ফূর্ত অংশ গ্রহণে দিনটি ছিল আনন্দঘন। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল শ্রদ্ধেয় ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মো. আব্দুস সামাদ মন্ডল, অধ্যক্ষ (অবঃ) টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী এবং সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি। অতিথিদের আসন গ্রহণের পর উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে সকল অতিথি, শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রধান শিক্ষকসহ সকলকে ফুলের তোড়া ও ব্যাজ প্রদানের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয় এবং রবীন্দ্র-নজরুলের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে তাঁদের প্রতিকৃতিতে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি পুষ্পমাল্য প্রদান এবং প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রদীপ প্রজ্বালন করেন। উদ্বোধনী বিভিন্নজনের বক্তব্যও আলোচনায় বাংলার সাহিত্য জগৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাদের সৃষ্টিশীল রচনা সম্ভার, কবিদের চিন্তা-চেতনা, তাদের মননশীলতা, তাদের উদারতা, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনায় ফুটে উঠেছে।

দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত, আসন গ্রহন, সর্বজনীন প্রার্থনা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, অতিথিদের বরণ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের ছোট নাটিকা, এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরিশেষে সকলকে আপ্যায়নের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়॥

ধর্মীয় মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হল সাধু আন্তনীর পর্ব

সুবীর কাস্মীর পেরেরা ▯ নয় দিন নভেনা (সাধু আন্তনীর পর্বের প্রস্তুতি খ্রিস্টযাগ) শেষে গতকাল রবিবার মেরিল্যান্ডের সেন্ট ক্যামিলাস ক্যাথলিক গির্জায় উদযাপিত হল লিসবনের সাধু আন্তনীর পর্ব। মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, দেলওয়ার, পেনসিলভেনিয়া ও নিউ থেকে সহস্রাধিক আন্তনী ভক্ত বিশেষ খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় বাংলা চার্চ কমিটি'র আয়োজনে ৫ম সাধু আন্তনীর পর্বে মূল পৌরোহিত্য করেন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি এবং সহযোগী ছিলেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, ফাদার এলিয়াস পালমা, সিএসসি ও স্থানীয় পালপুরোহিত ফাদার ব্রায়েন জর্ডান, ওএফএম। নয় দিনের নভেনা পরিচালনা করেন ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি।

খ্রিস্টযাগের শুরুতে সাধু আন্তনীর মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রার মাধ্যমে গির্জায় প্রবেশ করেন আন্তনীভক্তগণ। এ সময় বাংলা ক্যোয়ার দল কীর্তন পরিবেশন করেন।

খ্রিস্টযাগের শুরুতে বাংলা চার্চ কমিটির পক্ষে শুভেচ্ছা জানায় প্রভাতী সিসিলিয়া রোজারিও ও ক্লারা মলি রোজারিও। পর্বকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন কার্মেল পান্না রোজারিও। বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন জনি জন গমেজ।

উপদেশ বাণীতে আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি বলেন, সাধু আন্তনীর ভক্তদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। কারণ সাধু আন্তনী সুদূর পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে মরক্কো যাত্রাকালে ইতালির পাদুয়াতে নোঙ্গর করেন এবং সেখানে ধর্ম প্রচার করেন। এই জন্য বলা হয় পাদুয়ার সাধু আন্তনী।

খ্রিস্টযাগ শেষে আশীর্বাদিত প্রার্থনা কার্ড ও বিস্কুট বিতরণ করেন একঝাঁক স্বেচ্ছাসেবী তরুণ-তরুণী।

খ্রিস্টযাগের মূল অংশ ধর্মীয় সংগীত। বরাবরের মত কাঁকন রোজারিও এর পরিচালনায় ধর্মীয় সংগীত পরিবেশন করেন বাংলা কোয়্যার দল। তবলায় সঙ্গত করেন ড. পল ফেবিয়ান গোমেজ ও সুকুমার পিউরিফিকেশন।

সেন্ট ক্যামিলা হলে আন্তনী ভক্তদের উপস্থিতিতে পর্বীয় কেক কাটেন আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, ফাদার এলিয়াস পালমা, সিএসসি ও ফাদার ব্রায়েন জর্ডান, ওএফএম। সঞ্চালনায় ছিলেন বিপুল এলিট গনছালভেস ও খ্রিস্টিনা রোজারিও।

আগামী বছর ১৬ জুন একই গির্জায় ৬তম সাধু আন্তনীর পর্ব উদযাপন করা হবে॥

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ২২
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বার্ষিক সাধারণ মিলনসভা (AGM), ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ (বিডিপিএফ)

তারিখ: জুলাই ১১-১৪, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ (মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত)

স্থান: পবিত্র আত্মা জাতীয় উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা

বিষয়: বর্তমান জগত, জীবন ও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার গুরুত্ব

সদস্য: বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশের সকল ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ।

- সকল সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্তভাবে কাম্য।
- সকল খ্রিস্টভক্তদের কাছে বিশেষ প্রার্থনা কামনা করা হচ্ছে যেন এই বার্ষিক সাধারণ মিলনসভা সুন্দর, স্বার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ধন্যবাদান্তে,

ফাদার মিন্টু এল, পালমা	ফাদার উইলিয়াম মুর্মু	ফাদার রুবেন এস গমেজ
সভাপতি, বিডিপিএফ	সহ-সভাপতি, বিডিপিএফ	সেক্রেটারী, বিডিপিএফ

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ৪০০ টাকা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। আপনাদের আমরা একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা না হলেই নয়। আপনারা জানেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর পথচলা বর্তমানে ৮৩ বছরের। এতো প্রাচীন পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশে গ্রাহক হিসেবে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সব সময়ই সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদের হাতের কাছে পৌঁছে থাকে। পত্রিকা প্রকাশে আপনাদের অবদানের পাশাপাশি এর খরচের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। দিনদিন এর খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী তার নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত, কোন অনুদানের উপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় না।

একজন গ্রাহকের পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক কপির জন্যে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয়। বছরে প্রায় ৪৪টি সাধারণ সংখ্যা, একটি ইস্টার সংখ্যা ও একটি বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের পিছনে খরচ হয় ৮৮০ টাকা (এখানে কর্মীর বেতন ও অফিস এডমিনিস্ট্রেশন খরচ ধরা হয়নি)। আপনারা বর্তমানে দিচ্ছেন ৩০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কপির জন্যে প্রায় ৬টাকা, এর মধ্যে পাচ্ছেন ১০০ টাকার বড়দিন ও ৩০ টাকার ইস্টার সংখ্যা, বাকী ১৩ টাকা প্রতি সপ্তাহে প্রতি কপির জন্যে ভর্তুকি বহন করতে হয় প্রতিবেশীকেই, যা বছর শেষে একজন গ্রাহকের পিছনে ভর্তুতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৭২ টাকা। তবে বিজ্ঞাপন বাবদ যে আয় হয় তা সামান্যই ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক গ্রাহক রয়েছেন যারা নিয়মিত গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন না।

তাই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে গতিশীল ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি হতে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই প্রতিবেশীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লালন-পালন করা, আমার আপনার সকলের দায়িত্ব।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ২২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 22
Regd. No. DA-33
❖ 25 June - 1 July, 2023, ১১ - ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

বিদায়ের চার বছর
নির্জন ব্লেইস সরকার

Nirjon Blaise Sarker
জন্ম : ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বাবা নির্জন-
তুমি ছিলে, তুমি আছো,
তুমি থাকবে চিরদিন আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

প্রকৃতি ও জীবন তার আপন গতিতেই চলবে এটাই নিয়ম। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো তার অতি প্রিয়জনকে হারানো। সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস পেরিয়ে বছর চলে এলো, যে দিনে পরম পিতা বাহ্যিকভাবে তোমাকে আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। সেদিন ছিল আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, যেদিন পরম পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলাম তোমাকে। আর একইভাবে সেদিন ৭ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ ছিল সর্বোচ্চ কষ্টের দিন যেদিন পরম পিতার কাছে আমাদের ছেড়ে আবার চলে গেলে।

বাবা, তুমি তোমার মায়ের গলায় ধরে মাত্র তিন বছর আগেই বলেছিলে *"মা তুমি আমার পৃথিবী আর ফাগুন আমার হার্ট, আমি সারাজীবন তোমার পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো মা কিন্তু আমার হার্টটা শুধু মৃত থাকবে ।"* সত্যি বাবা তুমি আমার পৃথিবীতে বেঁচে আছো, কিন্তু তোমার হার্টটা মৃত। তুমি আমার হৃদয়েই বেঁচে আছো তোমার সমস্ত সৃজনশীলতাকে নিয়ে। আর আমরা এটা ভাবি বলেই আমরাও বেঁচে আছি বাবা। তুমি একটু বেশি আগেই তোমার প্রিয় যিশুর কাছে চলে গেছ কারণ এ বিষয়ে তো জীবিত কোনো মানুষের হাত নেই একমাত্র ঈশ্বরই জানেন তাঁর পরিকল্পনা। আমি এটা ভেবে কষ্টের মাঝেও আনন্দ পাই যে, তুমি ছিলে একজন বহু গুণের অধিকারী মূল্যবোধ সম্পন্ন ছেলে আর তাই মানুষকে ভালোবেসেই পৃথিবী ত্যাগ করেছ। তোমার এই ভাল শব্দটা ভেবেই কেবল আমরা বেঁচে আছি।

বাবা, মনেই হয়না যে তিনটা বছর পার হয়ে গেল। মনে হয় সার্বক্ষণিকই তোমাকে দেখছি এবং ভাবছি হয়েতো কোথাও বেড়াতে গিয়েছ আবার চলে আসবে বলে অপেক্ষায় আছি। সোনাবাবা, তোমার তো যাওয়ার কথা ছিল না কেন এমনটি হলো বলতে পার? জানি সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মৃত্যুই মানুষের শেষ ঠিকানা। এই পৃথিবীতে কেবল আমরা স্বল্প সময়ের জন্য বেড়াতেই আসি। সবাইকেই একদিন চলে যেতে হবে ঈশ্বরের রাজ্যে যেটা আমাদের আসল ঠিকানা। কিন্তু তারপরও প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত তোমার অভাব অনুভব করি যা কোনভাবেই প্রকাশ করা যায় না যদিও ঈশ্বরের মাধ্যমে তোমার দিদি ও দাদাকে পাঠিয়েছ আমাদের সান্নিধ্যে। যারা মা বলে আমার হৃদয়টার কষ্ট কমানোর চেষ্টা করে। আমাদের হৃদয়টা ব্যথায় ভেঙ্গে যাচ্ছে, কোন ভাষা আসছে না মনে, লিখতে বসে হৃদয় থেকে রক্ত ঝরছে। তুমি ছিলে আমাদের হৃদস্পন্দন। আচমকা এক কালবৈশাখী এসে সেই হৃদস্পন্দনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

Nirjon Blaise Sarker

বাবা, তোমার ঘর তোমার সখের ছবি, খেলার জিনিস, ক্রুশে যিশুর ছবি দিয়ে সাজিয়েছি। পুরোঘরটি তোমার জিনিস দিয়ে স্মৃতিময় হয়ে আছে। শুধু তুমি শারীরিকভাবে উপস্থিত নাই। তাই তোমার ছবিটাই প্রতিদিন বুকে জড়িয়ে থাকি আর বলি বাবা তোমাকে অনেক ভালবাসি, তুমি থাক তোমার প্রিয় যিশুর কাছে। আমরা কেবল আছি একটি ছায়াহীন, মালিহীন কষ্টের বাগানে। তোমার প্রদানকৃত অসংখ্য স্মৃতি যেমন আর্টকৃত অসংখ্য ছবি, গান, অসংখ্য গল্পের বই, ধর্মীয় বই ও পবিত্র শিশুতোষ বাইবেল, প্রিয় জামা, গিটার, হারমোনিয়াম-তবলা, সৃজনশীল খেলনা, অসংখ্য ছবি, ভলান্টিয়ার কার্যক্রমের জিনিস, তোমার প্রতিযোগিতার অনেক উপহার, মূল্যবোধ সম্পন্ন সংগৃহীত অসংখ্য বাক্য, ভিডিও ইত্যাদি হৃদয়ে ধারণ করেই বেঁচে আছি ও থাকবো। তোমার প্রিয় কিটিটিও (ডগ) আর বেঁচে নেই। তোমার দাদু ও বড় কাকাও তোমার কাছে চলে গিয়েছে। তোমার কথা স্মরণ করে তাদের কবরে তোমার পক্ষে মাটি দিয়েছি। তোমার হাজারো প্রিয় বন্ধুরা ও শিক্ষকগণ তোমাকে প্রচুর মিস করে। নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জীবনের সামনের পথ এগুতে যখন খুব কষ্ট হচ্ছিল ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করছো। আমরা বিশ্বাস করি, তুমি স্বর্গের দূত, পিতা তোমাকে তার শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। একদিন আমরাও প্রভুর রাজ্যে তোমার কাছে যাব।

শোকাহত-

মা ও বাবা (প্রভা ও যোসেফ) এবং ঠাকুমা, কাকা-কাকীমা, পিসা ও পিসিমা, প্রিয় মাসিমা (রেখা ও শিরিন) ও মেসো, প্রিয় মামা (মঞ্জু, দিলীপ, মলয়, বিপুল) ও প্রিয় মামী (আগ্নেস, শান্তি, সুফলা, স্বর্ণ, জলি ও হিমানী) প্রিয় দাদা (মিঠু, সাকীব, রাফি, প্রবীর, পল্লব, জুয়েল, ম্যাগডোনাল্ড, জেরী, শিপন, নিরেন, রনাল্ড, স্টিভ) ও প্রিয় বৌদি-(মিতা, স্যান্ডি, রুপালী ও লিমা)-প্রিয় দিদি (সিস্টার রুমা-শান্তিরাণী, সিস্টার ফ্লোরা-সিস্টারস্ অব চ্যারিটি, জেকসী, লিজা, জুবিলেট, তনুশ্রী, মৌটুসী), প্রিয় বোন (মৌ, দীপিতা, অমৃতা, প্রিয়াঙ্কা ও মুগ্ধতা), প্রিয় ভাই (প্রজন্ম ও প্রাবল্ল , দীপ, দীপ্ত) প্রিয় ভাইজি (রূপম, রীদি, নিলাদ্রি, ঐন্দ্রিলা), প্রিয় ভাগ্নি/ভাগ্নে (অপসরী, এঞ্জেল, সানভি, সৌর্য, এইডেন, এলিনা) প্রিয় ভাইপো- স্পর্শ

বিজ্ঞ/২০৫/২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org